Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রিজিক

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহাফুজা মাহিন

রোলঃ 23090120849

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রিজিক

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহাফুজা মাহিন

রোলঃ 23090120849

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রিজিক " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহাফুজা মাহিন, আইডিঃ 23090120849 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ রিজিক ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মাহফুজা মাহিন

আইডিঃ 23090120849

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

সূচনাঃ 5

অধ্যায়-১: রিজিক — অর্থ ও পরিচিতি.. 8

অধ্যায়-২ঃ ইসলামে উপার্জনের মূলনীতি 21

অধ্যায়-৩ঃ রিজিকের শ্রেণী ও প্রকার 40

অধ্যায়-৪ঃ ইসলামে নিষিদ্ধ লেন-দেন এবং উপার্জনসমূহ 58

অধ্যায়-৫ঃ রিজিক বৃদ্ধির আমল 72

উপসংহার 96

সূচনাঃ

নাসিহা এবং ইসলামে নসিহার গুরুত্ব-

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র।আমরা মহান রবের প্রশংসা করি,এবে কেবল মাত্র তারই নিকট সাহায্য চাই। আমরা আমাদের আত্মার এবং কর্মের অনিষ্ঠতা ও অকল্যান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাকে তিনি পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না।আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো মা'বুদ নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাকে ভয় করা উচিত, এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা।"—(সূরা ইমরান -১০২)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ نَّفۡسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَ بَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالًا كَثِيۡرًا
وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِهٖ وَ الۡاَرۡحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيۡبًا

"হে মনুষ্য সমাজ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সেই দু' জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট (হাক্ব) চেয়ে থাক এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" —(সূরা নিসা- ১)

يٰۤـاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوۡلُوۡا قَوۡلًا سَدِيۡدًا ۙ
يُّصۡلِحۡ لَـكُمۡ اَعۡمَالَـكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَـكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡؕ وَمَنۡ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيۡمًا

"হে মু' মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সরল সঠিক কথা বল।আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের আমলগুলোকে ত্রুটিমুক্ত করবেন আর তোমাদের পাপগুলোকে ক্ষমা করে

দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে সে সাফল্য লাভ করে- মহাসাফল্য।"— (সূরা আহযাব- ৭০-৭১)

নিশ্চয় আল্লাহর কথা হল সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য কথা,এবং সর্বত্তোম পথ হলো মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পথ। আর সবচে বাজে বিষয় হলে নতুন পদ্ধতি বা বিদ'আত। নিশ্চয় প্রত্যেক বিদআত (নতুন আমল) হল ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে নিয়ে যায়।

নাসিহা নবি-রাসুলগনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য-

ইসলামে নাসিহার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর পথে আহবানকারী দায়ীদের একটি অন্যতম গুণ হল মানুষদের নসিহত করা, উত্তম উপদেশ দেয়া। নিশ্চয় এটা প্রত্যেক মু'মিনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালাম এবং তার কাওমের কথোপকথন কুরআন বর্ণনা করেছেন। যখন নূহ আলাহিস সালামের কাওম তাকে পথভ্রষ্ট বলে দাবী করে বলল, 'আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।'

তখন নূহ আলাহিস সালাম তা রদ করে, তাদের উত্তম উপদেশ দেন,

قَالَ يٰقَوۡمِ لَيۡسَ بِىۡ ضَلٰلَةٌ وَّ لٰكِنِّىۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

" সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন বিভ্রান্তি নেই, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের (প্রেরিত) একজন রসুল। আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি এবে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমরা যা জান না, আমি তা আল্লাহর নিকট হতে জানি।" (সূরা আরাফঃ ৬১-৬২)

একইভাবে আল্লাহ কাওমের প্রতি নবি হুদ আলাহিস সালামের দাওয়া বর্ণনা করেন-

قَالَ الۡمَلَاُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ قَوۡمِهٖۤ اِنَّا لَنَرٰىكَ فِىۡ سَفَاهَةٍ وَّ اِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الۡكٰذِبِيۡنَ

" তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা বলেছিল, ‘আমরা তো দেখছি তুমি একজন নির্বোধ এবং তোমাকে আমরা তো একজন মিথ্যাবাদী মনে করি।"- (সূরা আরাফ- ৬৬)

জবাবে তিনি বলেন,

قَالَ يٰقَوۡمِ لَيۡسَ بِىۡ سَفَاهَةٌ وَّلٰـكِنِّىۡ رَسُوۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ
اُبَلِّغُكُمۡ رِسٰلٰتِ رَبِّىۡ وَاَنَا لَـكُمۡ نَاصِحٌ اَمِيۡنٌ

"সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার মাঝে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রেরিত রসূল। আমি তোমাদের কাছে আমার প্রতিপালকের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদের বিশ্বস্ত কল্যাণকামী।" -(সূরা আরাফঃ ৬৭-৬৮)

অতএব এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর জন্য কাওকে নসিহত করা নবি রাসুলগণের উত্তম গুণ এবং বৈশিষ্ট্য। আর প্রত্যেক মুসলিমকেই নাসিহ (নাসিহা দানকারী) ব্যক্তি হতে হবে।

তামীম ইবনু আওস আদ্-দারী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত- নবি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,—"দ্বীন হচ্ছে নাসিহা (কল্যাণকামনা)"

আমরা জিজ্ঞেস করলাম- কার জন্য? তিনি বললেন-"আল্লাহ, তাঁর কিতাবের, তাঁর রাসূলের, মুসলিম নেতাদের এবং সকল মুসলিমের জন্য।"

নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যিনি আমাদের প্রতিপালক।আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের এই প্রয়াস কবুল করে নিন, এবং নাযাতের মাধ্যম বানান।শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর।

অধ্যায়-১: রিজিক — অর্থ ও পরিচিতি

"রিজিক" (رِزْقٌ) শব্দটি ইসলামি পরিভাষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা। রিজিক হলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রতিটি অনুগ্রহ, যা দ্বারা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী উপকৃত হয়। কুরআন ও সুন্নাহতে এটি বহুবার উল্লেখিত হয়েছে।

১.১ রিজিকের অর্থ

'রিজিক' (رزق) শব্দের অর্থ হলো — জীবিকার উপকরণ, জীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছু, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্ট জীবকে দান করেন।

আরবি ভাষায় "রাযাকা" (رزق) মূল ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ — দান করা, জীবিকা প্রদান করা, বা কোন কিছুর ব্যবস্থা করে দেওয়া।

রিজিক শুধু অর্থ নয় — পরিমাণ, সময়, সম্পর্ক, সাফল্য, জ্ঞান সবকিছু অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

কোরআন ও হাদিসে রিজিক এর শব্দসমূহঃ

কোরআন: বিভিন্ন আয়াতে রিজিক (رزق, يُرْزِقُ, أَعْطَيْنَاهُمْ) শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যেমন:

> "وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ..." (সূরা হুদ, আয়াত ৬)

হাদিস:

রাসূল ﷺ বলেছেন:

— "لو تتوكّل على الله حق توكّله لرزقك كما يرزق الطير"

যদি তুমি আল্লাহ' র উপর সত্যিকারভাবে নির্ভর করো, তাহলে তিনি তোমাকে দেবেন যেমন তিনি পাখিদের দেয়।

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, একটি ব্যক্তি যদি মৃত্যুর মতো তার রিজিক থেকে পালায়, রিজিকও তাকে অনুসরণ করবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ রিজিক সম্পর্কে অনেক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

তাওয়াক্কুল ও রিজিক:

নবী ﷺ বলেছেন–

باب فِي التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ

“যদি তোমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো যেমন তাওয়াক্কুল করার অধিকার, তবে তোমাদের রিজিক দেওয়া হবে যেমন পাখিদের দেওয়া হয় — সকালে তারা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পূর্ণ পেটে ফিরে আসে।” – (তিরমিজি, হাদিস ২৩৪৪)

হালাল রিজিকের গুরুত্ব:

নবী ﷺ বলেছেন —

“হালাল রিজিক অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।” – (তাবারানি, আল-মুজামুল)

১.২ রিজিকের ব্যাপ্তি ও অন্তর্ভুক্তি

রিজিক বা জীবিকা বলতে সাধারণত আমরা খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ বা সম্পদকেই বুঝে থাকি।রিজিক শুধুমাত্র অর্থ বা খাদ্য নয় — জ্ঞান, সম্পর্ক, শান্তি, সময়, সাফল্য — সব কিছুই রিজিক হিসেবে ধরা যেতে পারে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রিজিকের ধারণা অনেক বিস্তৃত ও গভীর। ইসলাম রিজিককে শুধু বস্তুগত নয়, বরং আত্মিক, মানসিক ও নৈতিক দিক থেকেও ব্যাখ্যা করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা বান্দার কল্যাণে যে সব নেয়ামত দান করেছেন, তা সকলই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত।

ۚ وَ مَا مِنۡ دَآبَّۃٍ فِی الۡاَرۡضِ اِلَّا عَلَی اللّٰہِ رِزۡقُہَا وَ یَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّہَا وَ مُسۡتَوۡدَعَہَا

"পশু, উদ্ভিদ ও মানুষের প্রতিটি প্রণী তার রিজিক দ্বারা চলে — “কোন জীব নেই যা আল্লাহর রিজিকের ওপর নির্ভর না করে।” (সূরা হুদঃ ৬)

কুরআনের আলোকে রিজিকের ব্যাপ্তি:

কুরআনে রিজিককে বহু দিক থেকে বর্ণনা করা হয়েছে — যেমন খাদ্য, পানি, স্বাস্থ্য, জ্ঞান, সন্তুষ্টি ও হিদায়াত।

“আল্লাহ আসমান ও জমিনের সব কিছুর রিজিকদাতা।” – (সূরা হুদঃ ৬)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে, শুধু মানুষ নয়–প্রাণী, উদ্ভিদ, এমনকি অণুজীব পর্যন্ত আল্লাহর রিজিকের অধীন।

আরেক স্থানে আল্লাহ বলেন:

رَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً ۪ وَّ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخۡرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزۡقًا لَّكُمۡ
"তিনিই তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর তদ্দ্বারা তোমাদের খাদ্যোপযোগী ফল উৎপন্ন করেন।" –(সূরা আল-বাকারাঃ ২২)

এখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাকৃতিক উপকরণগুলোকেও রিজিক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ প্রদত্ত সব উপকার ও অনুগ্রহই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত — হোক তা দৃশ্যমান বা অদৃশ্য।
আরও বলেন —
هُوَ الَّذِىۡ يُرِيۡكُمۡ اٰيٰتِهٖ وَ يُنَزِّلُ لَكُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ رِزۡقًا
"তিনিই আকাশ থেকে তোমাদের জন্য রিজিক বর্ষণ করেন।" – (সূরা গাফিরঃ ১৩)
অতএব, আসমান থেকে বৃষ্টি, জমিনের ফল-ফসল, বাতাস, পানি, সূর্যের আলো–সবই রিজিকের অংশ।
অন্য আয়াতে:
هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ لَكُمۡ مَّا فِى الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا
"তিনিই তোমাদের জন্য যা কিছু পৃথিবীতে আছে, সবই নিয়োজিত করেছেন।" –(সূরা আল-বাকারাঃ ২৯)
পৃথিবীর প্রতিটি নিয়ামত–বাতাস, পানি, আলো, ধাতু, পশু, উদ্ভিদ–সবকিছুই রিজিকের অন্তর্ভুক্ত।

সুন্নাহ অনুযায়ী রিজিকের ব্যাপ্তি:
রাসূলুল্লাহ ﷺ রিজিককে শুধু বস্তুগত অর্থে নয়, বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অর্থেও ব্যাখ্যা করেছেন।
হাদীস:
باب فِي التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ
"যদি তোমরা আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা করতে, তবে তোমাদের এমন রিজিক দিতেন যেমন পাখিদের দেন; তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেটভরে ফিরে আসে।" – (তিরমিজি, হাদীস: ২৩৪৪)

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়–রিজিকের ব্যাপ্তি প্রকৃতির প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে বিস্তৃত, এবং আল্লাহই তাদের সকলের রিজিকদাতা।

আরেকটি হাদীস:

ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا فُضِّلَ بَعْضُ الْفُقَرَاءِ عَلَى بَعْضِ الْأَغْنِيَاءِ

"রিজিক তোমাকে খুঁজে নেবে যেমন মৃত্যু তোমাকে খুঁজে নেয়।" – (ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৬৮৫)

অর্থাৎ মানুষ যেখানে থাকুক না কেন, তার রিজিক নির্ধারিত এবং তা আল্লাহর নির্দেশে তার কাছে পৌঁছে যায়।

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী রিজিকের ব্যাপ্তি নিম্নরূপ:

1. দেহগত রিজিক: খাদ্য, পানীয়, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা।
2. আধ্যাত্মিক রিজিক: ঈমান, জ্ঞান, হিদায়াত, তাওফিক ও নেক আমল।
3. মানসিক রিজিক: অন্তরের প্রশান্তি, সুখ, তৃপ্তি, ধৈর্য ও আশা।
4. সামাজিক রিজিক: পরিবার, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, সম্মান ও সমাজে মর্যাদা।
5. প্রাকৃতিক রিজিক: বৃষ্টি, ফসল, বাতাস, সূর্যের আলো, পানি ও পশুপাখি।

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী –

★রিজিকের ব্যাপ্তি সীমাহীন; এটি জীবন, দেহ, মন ও আত্মার প্রতিটি কল্যাণকে অন্তর্ভুক্ত করে।

★রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, তবে তা অর্জনের জন্য বৈধ পরিশ্রম ও তাওয়াক্কুল আবশ্যক।

★রিজিকের ধারণা মানুষকে কৃতজ্ঞতা, ধৈর্য ও আল্লাহভীতি শিক্ষা দেয়।

রিজিক শুধু অর্থনৈতিক নয়; এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে দানকৃত প্রতিটি নিয়ামত। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদের শেখায়, আল্লাহই সর্বময় রিজিকদাতা (الرَّزَّاق), এবং মানুষকে উচিত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ও বৈধ পথে চেষ্টা করা।

রিজিকের ধরন ও অন্তর্ভুক্তিঃ

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী রিজিককে মূলত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় –

১. বস্তুগত রিজিক

যা দেহ ও জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় –

খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, আশ্রয়

সম্পদ, ব্যবসা, চাকরি ও আয়

বৃষ্টি, ফল-ফসল, পশুপাখি ইত্যাদি

আল্লাহ বলেন:

هُوَ الَّذِیۡۤ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّـكُمۡ مِّنۡهُ شَرَابٌ وَّمِنۡهُ شَجَرٌ فِيۡهِ تُسِيۡمُوۡنَ
يُنۡۢبِتُ لَـكُمۡ بِهِ الزَّرۡعَ وَالزَّيۡتُوۡنَ وَالنَّخِيۡلَ
وَالۡاَعۡنَابَ وَمِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ

"তিনিই তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যার দ্বারা তোমরা পান কর এবং তা দ্বারা উদ্ভিদ জন্মায়, যা দ্বারা তোমরা পশু চরাও।" –(সূরা নাহল, ১০-১১)

২. আত্মিক রিজিক:

ঈমান ও তাওহীদের নূর

কুরআনের জ্ঞান ও হিদায়াত

সৎ কাজ করার তাওফিক

یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ قَدۡ جَآءَتۡكُمۡ مَّوۡعِظَۃٌ مِّنۡ رَّبِّكُمۡ وَ شِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوۡرِ ۬ۙ وَ هُدًی وَّ رَحۡمَۃٌ لِّلۡمُؤۡمِنِیۡنَ

"হে মানুষ! তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উপদেশ, অন্তরের রোগের আরোগ্য ও মুমিনদের জন্য রহমত।" –(সূরা ইউনুসঃ ৫৭)

এই "রহমত" ও "শিফা" ও একধরনের আত্মিক রিজিক।

৩. মানসিক ও আবেগিক রিজিক:

অন্তরের প্রশান্তি, সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি

ধৈর্য, আশা ও আত্মার শান্তি

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন —

بَاب الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

"ধন-সম্পদের প্রাচুর্য প্রকৃত সম্পদ নয়; বরং প্রকৃত সম্পদ হলো আত্মতৃপ্তি।" – (সহিহ বুখারি, হাদীস: ৬৪৪৬)

অর্থাৎ অন্তরের শান্তি ও সন্তুষ্টিও রিজিকের একটি বড় অংশ।

৪. সামাজিক ও পারিবারিক রিজিক:

পরিবার, সন্তান, বন্ধু, সম্মান ও সমাজে মর্যাদা।

আল্লাহ বলেন —

وَ مِنۡ اٰیٰتِہٖۤ اَنۡ خَلَقَ لَکُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِکُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡکُنُوۡۤا اِلَیۡہَا وَ جَعَلَ بَیۡنَکُمۡ مَّوَدَّۃً وَّ رَحۡمَۃً

"তিনিই তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া স্থাপন করেছেন।" – (সূরা রূম:২১)
এ ভালোবাসা, শান্তি ও সম্পর্কও এক প্রকার রিজিক।

৫. জ্ঞান ও প্রজ্ঞার রিজিক
জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা মানুষকে আল্লাহর নিকট আরো ঘনিষ্ঠ করে।

আল্লাহ বলেন —

يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَاۤءُ ۚ وَ مَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

"যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে, সে নিঃসন্দেহে প্রচুর কল্যাণ লাভ করেছে।" – (সূরা আল-বাকারা, ২৬৯)
এই "হিকমাহ" বা প্রজ্ঞাও আল্লাহর রিজিক।

হাদীসের আলোকে রিজিকের অন্তর্ভুক্তি:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

اب كَيْفِيَّةِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ

"নিশ্চয়ই তোমাদের প্রত্যেকের রিজিক ও জীবনকাল নির্ধারিত হয়েছে যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ছিলে।" – (সহিহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৪৩)
অতএব, রিজিকের সব ধরণ–আধ্যাত্মিক, বস্তুগত ও মানসিক–সবই আল্লাহর নির্ধারিত ও প্রদত্ত।
কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী রিজিকের অন্তর্ভুক্তি সীমাহীন। এটি শুধু খাদ্য বা অর্থ নয়; বরং জীবন, ইমান, জ্ঞান, স্বাস্থ্য, শান্তি, সম্পর্ক, ভালোবাসা–সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। রিজিকের এই ব্যাপক ধারণা আমাদের শেখায়, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং বৈধ পথে চেষ্টা করা–এই দুটিই রিজিকের প্রকৃত প্রাপ্তির চাবিকাঠি।

১.৩ রিজিক (رزق) ও তাকদীর (تقدير) — ধারণাগত অর্থ

রিজিক (رزق):
"রিজিক" অর্থ এমন সব কিছু যা আল্লাহ তাআলা বান্দাকে উপকৃত হওয়ার জন্য দান করেন–হোক তা হালাল আহার, সম্পদ, জ্ঞান, সময়, স্বাস্থ্য, সন্তান, এমনকি আধ্যাত্মিক শান্তিও।

আল্লাহ বলেন:

وَ فِی السَّمَآءِ رِزۡقُکُمۡ وَ مَا تُوۡعَدُوۡنَ

"আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক এবং যা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।" –(সূরা আয-যারিয়াতঃ ২২)

অর্থাৎ মানুষের রিজিক নির্ধারিত এবং তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।

তাকদীর (تقدير):

"তাকদীর" অর্থ নির্ধারণ বা পূর্বনির্ধারিত বিধান। আল্লাহ তাআলা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি ঘটনার নির্দিষ্ট পরিমাণ ও সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন।

আল্লাহ বলেন:

اِنَّا کُلَّ شَیۡءٍ خَلَقۡنٰهُ بِقَدَرٍ

"আমি সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্টি করেছি।" – (সূরা আল-কামারঃ ৪৯)

রিজিক ও তাকদীরের সম্পর্ক:

রিজিক আল্লাহর তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তির রিজিক আল্লাহ পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। কেউ তার নির্ধারিত রিজিক থেকে কম বা বেশি পাবে না–তবে তার জন্য চেষ্টা ও দোয়া করা ইসলামের নির্দেশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

بَاب كَيْفِيَّةِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে গর্ভে পাঠান এবং বলেন– 'তার রিজিক, তার আমল, তার আয়ু এবং সে সুখী না দুঃখী হবে–সব লিখে রাখো।" – (সহিহ বুখারী, হাদীস: ৩২০৮; সহিহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৪৩)

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, রিজিকও
আল্লাহর তাকদীরভুক্ত বিষয়।

রিজিক নির্ধারিত হলেও প্রচেষ্টার গুরুত্বঃ

ইসলাম বলে না যে, যেহেতু রিজিক নির্ধারিত, তাই চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন। বরং চেষ্টা করাকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ বলেন–

وَ اَنۡ لَّیۡسَ لِلۡاِنۡسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی

"মানুষের জন্য তাই আছে, যা সে চেষ্টা করে।" – (সূরা আন-নাজমঃ ৩৯)

আরেক আয়াতে বলেন:

فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوۃُ فَانۡتَشِرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ وَ ابۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ وَ اذۡکُرُوا اللّٰهَ کَثِیۡرًا لَّعَلَّکُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

"তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে রিজিক অনুসন্ধান করো।" – (সূরা আল-জুমু 'আঃ ১০)

রিজিকের হালাল-হারাম ও তাকদীরের প্রভাবঃ

তাকদীরে রিজিক নির্ধারিত হলেও মানুষ কীভাবে সেই রিজিক উপার্জন করবে–তা তার ইচ্ছা ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। ইসলাম হালাল উপার্জনকে প্রশংসা করেছে এবং হারাম উপার্জনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

بَاب كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

"কোনো মানুষ হালাল উপার্জনের চেয়ে উত্তম খাদ্য ভোজন করতে পারে না।" –(বুখারী, হাদীস: ২০৭২)

অতএব, রিজিক আল্লাহর নির্ধারিত হলেও হালাল পথে তা অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক সৃষ্টির রিজিক নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং তা তাঁর তাকদীরের অংশ। কুরআন ও হাদীস উভয়েই এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। রিজিক আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীরের অংশ।

আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

"পৃথিবীতে এমন কোনো জীব নেই, যার রিজিক আল্লাহর উপর নির্ভরশীল নয়।" – (সূরা হূদ ১১:৬)

এই আয়াতে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলাই প্রতিটি প্রাণীর রিজিক পূর্বনির্ধারিতভাবে স্থির করেছেন। কেউ নিজের চেষ্টায় তা বাড়াতে বা কমাতে পারে না, বরং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ীই পায়।

রিজিক ও তাকদীর কিতাবত আকারে নির্ধারিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ :اكْتُبْ، قَالَ :رَبِّ، وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ :اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"আল্লাহ যখন কলম সৃষ্টি করেন, তখন তাকে বললেন: 'লিখ।' কলম জিজ্ঞাসা করল: 'কি লিখব?' আল্লাহ বললেন: 'সমস্ত বস্তুর তাকদীর কিয়ামত পর্যন্ত লিখে রাখ।' " – (সহিহ মুসলিম, হাদীস: ২৬৫৩)

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, মানুষের রিজিকসহ জীবনের সব কিছু আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। রিজিকের জন্য চেষ্টা করা তাকদীরের বিরোধী নয়।

যদিও রিজিক তাকদীরে নির্ধারিত, তবুও ইসলাম মানুষকে পরিশ্রম ও হালাল উপার্জনের নির্দেশ দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

"যদি তোমরা আল্লাহর উপর যথার্থ ভরসা করতে, তবে তোমাদের এমনভাবে রিজিক দেওয়া হতো যেমনভাবে পাখিদের দেওয়া হয়; তারা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসে।" – (সুনান তিরমিযি, হাদীস: ২৩৪৪)

ইসলামিক দৃষ্টিতে, মানুষের রিজিক পূর্বনির্ধারিত — আল্লাহর কৃপা ও পরিকল্পনায়।

তবে, মানুষের উদ্যোগ ও কাজ (عمل) এরও ভূমিকা আছে।

আল-মু' আতজিলাহ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জমা' আহ মধ্যে রিজিক-বিশ্লেষণে তফাৎ রয়েছে — অনেকে বলেন — অবৈধ উপার্জন রিজিক নয়।

রিজিক ও তাকদীর উভয়ই আল্লাহর নির্ধারণের অন্তর্গত। তবে মানুষকে চেষ্টা, দোয়া ও আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে। রিজিকের প্রাচুর্য বা স্বল্পতা তাকদীরের অংশ, কিন্তু তা অর্জনের পথ যেন হালাল হয়–এটাই ইসলামের মূল শিক্ষা।

রিজিক আল্লাহর দানকৃত সকল উপকারমূলক বস্তু।
তাকদীর আল্লাহর নির্ধারিত বিধান ও পরিমাণ।
রিজিক তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত,
মানব দায়িত্ব হালাল পথে চেষ্টা করা ও আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।

১.৪ আল্লাহর উপর ভরসা

বান্দার উচিত শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা (তাওয়াক্কুল করা)।নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তাদের রিজিক বৃদ্ধি করে দেন।

তাওয়াক্কুলের لغوي (ভাষাগত) অর্থ:

“তাওয়াক্কুল” শব্দটি আরবি “وَكَلَ” (ওয়াকালা) ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ — কারো ওপর ভরসা করা, নির্ভর করা বা দায়িত্ব অর্পণ করা।
অর্থাৎ, তাওয়াক্কুল মানে হলো– নিজের কাজের ফলাফলের দায়িত্ব আল্লাহর উপর অর্পণ করা এবং সম্পূর্ণভাবে তাঁর ওপর নির্ভর করা।

তাওয়াক্কুল হলো– কর্ম করার পর ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করা, বিশ্বাস রাখা যে, তিনিই রিজিক দানকারী, সফলতা প্রদানকারী এবং রক্ষাকারী।

অর্থাৎ, প্রচেষ্টা ত্যাগ নয়; বরং প্রচেষ্টার পর অন্তরকে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল করা।

কুরআনে তাওয়াক্কুলের নির্দেশঃ

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَ مَنۡ یَّتَوَکَّلۡ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسۡبُهٗ

“যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।” –(সূরা আত-তালাকঃ ৩)

وَ عَلَی اللّٰهِ فَتَوَکَّلُوۡۤا اِنۡ کُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِیۡنَ
“যদি তোমরা মুমিন হও, তবে আল্লাহর উপর ভরসা করো।” –(সূরা আল-মায়িদাহঃ ২৩)

وَّ تَوَکَّلۡ عَلَی اللّٰهِ ؕ وَ کَفٰی بِاللّٰهِ وَکِیۡلًا
“আল্লাহর উপরই ভরসা করো; তিনি যথেষ্ট কর্মবিধায়ক।” –(সূরা আল-আহযাবঃ ৩)

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الۡمُتَوَکِّلِیۡنَ
“আর যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন।” –(সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৯)

هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ ذَلُوۡلًا فَامۡشُوۡا فِیۡ مَنَاکِبِهَا وَ کُلُوۡا مِنۡ رِّزۡقِهٖ ؕ وَ اِلَیۡهِ النُّشُوۡرُ

"অতএব তোমরা দিক দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থানতো তাঁরই নিকট।" –(সূরা মূলকঃ ১৫)

وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ
"…কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে" … –(সূরা মুজাম্মিলঃ ২০)

হাদীসে তাওয়াক্কুলের শিক্ষাঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا
"তুমি যদি আল্লাহর উপর প্রকৃত তাওয়াক্কুল করো, তবে তিনি তোমাদের রিজিক দিতেন যেমন তিনি পাখিদের দেন। তারা সকালে খালি পেটে বের হয়, আর সন্ধ্যায় পূর্ণ পেটে ফিরে আসে।" – (সুনান তিরমিযি, হাদীস: ২৩৪৪)

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি আমার উটকে ছেড়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করব?"

তিনি বললেন:—"প্রথমে উটকে বেঁধে রাখো, তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো।" –(তিরমিযি, হাদীস: ২৫১৭)

এ হাদীস তাওয়াক্কুলের প্রকৃত অর্থ স্পষ্ট করে– প্রচেষ্টা ও নির্ভরতা একসঙ্গে।

তাওয়াক্কুলের প্রকৃত রূপঃ

তাওয়াক্কুলের মধ্যে দুটি দিক থাকে–
১. কর্ম : মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী কাজ করবে।
২. বিশ্বাস : কাজের ফল একমাত্র আল্লাহর হাতে–এই বিশ্বাস রাখবে।

তাওয়াক্কুলের ফলাফল ও মাহাত্ম্যঃ

তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে অন্তর প্রশান্ত হয়।

এটি ইমানের নিদর্শন।

তাওয়াক্কুলকারীদের জন্য আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ও রক্ষা থাকে।

وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ

“আল্লাহ তাদের জন্য যথেষ্ট, যারা তাঁর উপর ভরসা করে।” — (সূরা আত-তালাকঃ ৩)

তাওয়াক্কুল মানে অলসতা বা কাজ পরিত্যাগ নয়; বরং যথাসাধ্য চেষ্টা করে, ফলাফলের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভর করা। এটি একদিকে ইমানের পূর্ণতা, অন্যদিকে রিজিক ও সফলতার মূল রহস্য।

অধ্যায়-২ঃ ইসলামে উপার্জনের মূলনীতি

ইসলাম শুধু সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ ইত্যাদি আমলের নাম নয়। ইসলাম হলো পরিপূর্ণ দিন। ইসলাম একজন বান্দার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কর্মের পদ্ধতি ও দিক নির্দেশনা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর যে স্বীয় আত্মকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে তাকেই বলা হয় দ্বীনদার।ইসলামে জীবিকা নির্বাহের, হালাল উপার্জনের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে। জীবিকা নির্বাহে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নে আলোচনা করা হলো —

মহান আল্লাহ হলেন রিজিক সরবরাহকারী ; অতএব আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর নিকট রিজিক চাইবো।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন —

لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقًا ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُكَ

" আমি আপনার কাছে কোন রিজিক চাইনা। আমি আপনাকে রিজিক দেই।" –(সূরা তা'হাঃ ১৩২)

وَ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَوۡلَادَكُمۡ خَشۡیَۃَ اِمۡلَاقٍ ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَ اِیَّاكُمۡ ؕ اِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡاً كَبِیۡرًا

" আর তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে দারিদ্র-ভয়ে হত্যা করো না। তাদেরকেও আমিই রিযক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।" (সূরা ইসরাঃ ৩১)

وَ فِی السَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَ مَا تُوۡعَدُوۡنَ
فَوَ رَبِّ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثۡلَ مَاۤ اَنَّكُمۡ تَنۡطِقُوۡنَ

"আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক ও প্রতিশ্রুত সবকিছু। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তার কসম, তোমাদের কথাবার্তার মতই এটা সত্য।" (সূরা যারিয়াতঃ ২২-২৩)

فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوۃُ فَانۡتَشِرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ وَ ابۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ وَ اذۡكُرُوا اللّٰهَ كَثِیۡرًا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُوۡنَ

" অতঃপর সালাত শেষ হলে তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"— (সূরা জুমূআঃ১০)

রিজিক তালাশ করা বান্দার দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের জন্য নির্ধারিত করেননি এমন কোন রিজিক আমরা কখনোই পাবো না। কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের জন্য নির্ধারিত রিজিকের তালাশ করব। আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন এটার অর্থ হল- যখন আমরা ক্ষুধা অনুভব করব তখন আমরা ক্ষুধা নিবারণের সরঞ্জাম খুজবো। আল্লাহর উপর ভরসা রাখবো যে তিনি তার নির্ধারিত রিজিক থেকে আমাদের তৃষ্ণা মেটাবেন এবং আহার দান করবেন।

২.১ কর্ম ও প্রচেষ্টা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা মানুষের আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও পার্থিব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কর্ম (আমল) ও প্রচেষ্টা (সাঈ বা চেষ্টা) মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে মানুষ তার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফলই ভোগ করবে এবং আল্লাহ তা’ আলা অকর্মণ্যতা বা অলসতাকে পছন্দ করেন না।ইসলামে পেশা বলতে শুধু হালাল পেশাকে বোঝানো হয়। অনুমোদিত পন্থায় যে কোন কাজ করা যেতে পারে। ইসলাম বিভিন্ন পদ্ধতিতে শ্রম নিয়োগ ও কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম কর্ম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে হালাল উপার্জন করতে উৎসাহিত করে। জীবন ধারণের জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কিছু আল্লাহ দুনিয়াতে দিয়ে রেখেছেন এবং মানুষের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে করে মানুষ তা ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলে এবং তা থেকে ফায়দা নিতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَ لَقَدۡ مَکَّنّٰکُمۡ فِی الۡاَرۡضِ وَ جَعَلۡنَا لَکُمۡ فِیۡهَا مَعَایِشَ

“ অবশ্যই আমি তো তোমাদেরকে যমীনে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তোমাদের জন্য তাতে রেখেছি জীবন উপকরন।” (সূরা আরাফঃ ১০)

هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ ذَلُوۡلًا فَامۡشُوۡا فِیۡ مَنَاکِبِهَا وَ کُلُوۡا مِنۡ رِّزۡقِهٖ

তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিজিক থেকে আহার কর। (সূরা মূলকঃ ১৫)

কুরআনের আলোকে কর্ম ও প্রচেষ্টা

কুরআন মানুষকে পরিশ্রমী, আত্মনির্ভরশীল ও কর্মনিষ্ঠ হতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আল্লাহ বলেন:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"আর মানুষের জন্য তাই থাকবে, যা সে চেষ্টা করেছে।" –(সূরা আন-নাজম, আয়াত: ৩৯)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে মানুষের সাফল্য তার কর্ম ও প্রচেষ্টার ওপর নির্ভরশীল।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"যখন নামাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) অনুসন্ধান করো।" – (সূরা আল-জুমু' আহ, আয়াত: ১০)

এখানে আল্লাহ নামাজ শেষে কাজ ও জীবিকা অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন, যা পরিশ্রমের প্রতি ইসলামের উৎসাহকে নির্দেশ করে।

সুন্নাহর আলোকে কর্ম ও প্রচেষ্টা

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে ছিলেন কর্মপ্রিয় ও আত্মনির্ভরশীল। তিনি অন্যদেরও কঠোর পরিশ্রম ও হালাল উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

হাদীসে এসেছে:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।– (সহিহ বুখারি, হাদীস: ২০৭২)

আবার তিনি বলেন:

"তুমি যদি আল্লাহর উপর যথার্থ ভরসা করতে, তবে পাখির মতো রিজিক পেতে — তারা সকালে খালি পেটে বের হয় আর বিকেলে ভরে ফিরে আসে।" – (সুনান আত তিরমিজি, হাদীস: ২৩৪৪)

এই হাদীস প্রমাণ করে যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা-প্রচেষ্টাও অপরিহার্য।

ইসলামে কর্মের মর্যাদা

ইসলামে কর্ম শুধু অর্থ উপার্জনের মাধ্যম নয়; এটি এক প্রকার 'ইবাদত' । যদি কাজ হালাল উদ্দেশ্যে ও ন্যায়ের পথে করা হয়, তবে সেটি সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য হয়। কুরআন ও সুন্নাহ উভয়েই শিক্ষা দেয় যে কর্ম ও প্রচেষ্টা ছাড়া মানুষের কোনো সাফল্য নেই। আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে, কিন্তু চেষ্টা ও পরিশ্রমও করতে হবে। অলসতা, নির্ভরতাবোধ ও অবহেলা ইসলামে অপছন্দনীয়। সুতরাং, একজন মুমিনের উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হালাল পথে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করা এবং তার ফলাফলে সন্তুষ্ট থাকা।

২.২ উপার্জন এক প্রকারের সাদাকাহ

"উপার্জন" (অর্থাৎ রিজিক অনুসন্ধান) শব্দটি আরবি "كَسْب" (কাসব) থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো পরিশ্রম বা শ্রমের বিনিময়ে উপার্জন করা।
ইসলামী পরিভাষায় উপার্জন বলতে বোঝানো হয়–"হালাল উপায়ে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করা, যা নিজের, পরিবারের ও সমাজের কল্যাণে ব্যয় করা হয়।"

"সাদাকাহ" শব্দটি এসেছে "সিদক" (সত্যতা) থেকে। অর্থাৎ সাদাকাহ হলো এমন কাজ যা মানুষের ঈমানের সত্যতা প্রকাশ করে।
সাদাকাহ শুধু অর্থ বা সম্পদ দান নয়, বরং এমন প্রতিটি কাজ যা কল্যাণমূলক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়।

আল্লাহ বলেনঃ

وَ اَنۡ لَّیۡسَ لِلۡاِنۡسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی

"আর মানুষের জন্য তার পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই নেই।" – (সূরা আন-নাজম: ৩৯)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, ইসলাম মানুষকে পরিশ্রম ও উপার্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছে।

ইসলামে উপার্জনকে সম্মানের প্রতীক বলা হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوۃُ فَانۡتَشِرُوۡا فِی الۡاَرۡضِ وَ ابۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِ اللّٰہِ

"তুমি যখন নামাজ শেষ করবে, তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) অনুসন্ধান করো।"
— (সূরা জুমু' আ:১০)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, কাজ করে উপার্জন করা শুধু অনুমোদিতই নয়, বরং উৎসাহিত।

যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে রিজিক অনুসন্ধান করে, সে নিজের পরিশ্রমের মাধ্যমে অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় না–এটিও এক প্রকার সাদাকাহ, কারণ এটি সমাজে ভারসাম্য ও কল্যাণ সৃষ্টি করে। যে ব্যক্তি উপার্জন করে অন্যকে সাহায্য করে, কর্মসংস্থান দেয় বা দান করে–তার প্রতিটি কাজ সাদাকাহর অন্তর্ভুক্ত। হালাল উপার্জন শুধু দুনিয়ার প্রয়োজন মেটায় না, বরং আখিরাতে পুরস্কারও এনে দেয়।অর্থাৎ, হালাল রিজিকের পথে পরিশ্রম করাও ইবাদতেরই একটি রূপ।

উপার্জনের সাদাকাহস্বরূপ প্রভাব–
★আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি করে
★পরিবারে সুখ-শান্তি আনে
★সমাজে দারিদ্র্য হ্রাস করে
★নৈতিকতা ও আল্লাহভীতি বাড়ায়

জীবিকা অর্জনে কর্ম প্রচেষ্টা নিয়োগ করা, সংগ্রাম করা হল আল্লাহর উপর ভরসা ও আস্থা রাখার একটি নিদর্শন। ইসলামে "সাদাকাহ" শুধু অর্থ দান বা দরিদ্রকে সাহায্য করার মধ্যে

সীমাবদ্ধ নয়; বরং এমন প্রতিটি কাজ যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয় — তা সাদাকাহর অন্তর্ভুক্ত। হালাল উপায়ে উপার্জনও এমনই এক কাজ, যা একদিকে দুনিয়ার প্রয়োজন মেটায়, অন্যদিকে আখিরাতের জন্য সওয়াব সঞ্চয় করে।উপার্জন যদি হালাল পথে হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয় এবং নিজের ও সমাজের কল্যাণে ব্যয় করা হয়–তবে তা নিঃসন্দেহে এক প্রকার সাদাকাহ।

এটি শুধু দান নয়, বরং একটি ধারাবাহিক ইবাদত, যার মাধ্যমে একজন মুমিন ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে। মানুষের জীবনধারণের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হলো উপার্জন। কিন্তু ইসলামে উপার্জন শুধু পার্থিব প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যম নয়–বরং এটি এক প্রকার ইবাদত। যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে রিজিক অনুসন্ধান করে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মহৎ কাজ সম্পন্ন করে। তাই ইসলামী চিন্তায় "উপার্জন এক প্রকারের সাদাকাহ" বলা হয়ে থাকে।

ইসলাম উপার্জনকে সম্মানের প্রতীক, আত্মনির্ভরতার উৎস ও সমাজকল্যাণের মাধ্যম হিসেবে দেখেছে। কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য স্থানে হালাল উপার্জনের প্রশংসা এবং অলসতা ও ভিক্ষাবৃত্তির নিন্দা এসেছে। হাদিসে উপার্জন করাকে সাদকা বলা হয়েছে অর্থাৎ কেউ কাজ করলে বা উপার্জন করলে তা তার জন্য সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। উপার্জনের মাধ্যমে সাদকা করার উপকরণও হাসিল হয়। আবু মুসা আশআরি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।

রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"প্রতিটি মুসলিমের সাদাকাহ করা আবশ্যক।"

সাহাবীগণ আরয করলেন, 'কেউ যদি সাদাকাহ দেয়ার মত কিছু না পায়?' তিনি উত্তরে বললেন, "সে ব্যক্তি নিজ হাতে কাজ করবে এতে নিজেও লাভবান হবে, সাদাকাহও করতে পারবে।"

আল্লাহ মানব জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অর্থাৎ নবী ও রাসুলগণকে কাজ করার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন–যাতে করে তারা পুরো মানবজাতির জন্য উদাহরণ হতে পারেন। নবীগণ বিভিন্ন ধরনের পেশায় কাজ করেছেন। তাঁরা কর্মক্ষেত্রে ও হস্তশিল্পের দক্ষ ছিলেন। তাঁরা মেষ চরানো, লৌহকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন কাজে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসে বহু আলোচনা রয়েছে।

কুরআনে এসেছে, একজন সৎ ব্যক্তি মুসা আলাহিস সালামকে প্রস্তাব দিচ্ছেন–

قَالَ اِنِّیۡۤ اُرِیۡدُ اَنۡ اُنۡکِحَکَ اِحۡدَی ابۡنَتَیَّ هٰتَیۡنِ عَلٰۤی اَنۡ تَاۡجُرَنِیۡ ثَمٰنِیَ حِجَجٍ

"আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকুরী করবে।"—(সূরা কাসাসঃ ২৭)

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ যত নবীই পাঠিয়েছেন সবাই মেষ চরিয়েছেন।"

সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "হ্যাঁ আমিও। আমি নির্ধারিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কাবাসীর মেষ চরাতাম।"

মিকদাম রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।"

নবী ও রাসূলের ওয়ারিশ সালফে সালেহীন ও দ্বীনের রাহবারগণ একই ভাবে নিজ হাতে উপার্জন করতেন। আল্লাহ ওয়ালা এই ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে বস্ত্র তৈরি, নির্মাণ শিল্প, খেজুর ও কাপড়ের ট্রেডিং বণিকসহ বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত ছিলেন।

ইসলামে হালাল পথে উপার্জিত সম্পদ ব্যতীত অন্য কোন সম্পদে ব্যক্তি মালিকানা দাবি করার কোন সুযোগ নেই- বল প্রয়োগ করে সম্পদ দখল, আত্মসাৎ, চুরি, ছিনতাই ডাকাতি, জুয়া, সু্দ ইত্যাদি কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। এই হারাম উপায়ে কেউ সম্পদ অর্জন করলে কিংবা এই হারাম কাজে কেউ লিপ্ত হলে ইসলামী দন্ডবিধি অনুসারে তাকে শাস্তি পেতে হয়। ইসলামী সমাজে মানুষ শুধু হালাল পথে রিজিক অনুসন্ধান করতে বাধ্য।

উপার্জন ও সাদাকাহর সম্পর্ক

হালাল উপার্জন এক প্রকার সাদাকাহ হওয়ার পেছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছেঃ

১. পরিবারের জন্য ব্যয় করা সাদাকাহ–
নিজের স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা বা আত্মীয়দের জন্য ব্যয় করাও দান হিসেবে গণ্য হয়।

২. আত্মনির্ভরতা ও সমাজকল্যাণ

একজন উপার্জনকারী ব্যক্তি নিজের পরিবারকে ভিক্ষা বা অনৈতিক উপায়ে নির্ভরশীলতা থেকে রক্ষা করে। এভাবেই তার উপার্জন সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে–যা সাদাকাহরই অংশ।

৩.কুরআন ও হাদীসে উপার্জনের প্রশংসা

আল্লাহ বলেনঃ

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ

“তোমরা যখন নামাজ শেষ করো, তখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) অনুসন্ধান করো।” – (সূরা জুমু’ আ:১০)

আরও বলেনঃ

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

"হে বনী আদম, তোমরা প্রতি সালাতে তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর এবং খাও, পান কর ও অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।"–(সূরা আল-আ’ রাফ:৩১)

উপার্জন শুধু দুনিয়ার কাজ নয়, বরং আখিরাতের সওয়াবও অর্জন করে।

৪. হালাল উপার্জনের সাদাকাহস্বরূপ প্রভাব–

★ আত্মিক প্রশান্তি–
হালাল রিজিক খাওয়ার মাধ্যমে মানুষ আত্মিক শান্তি পায়, কারণ এতে হারাম ও অন্যায়ের কোনো অংশ থাকে না।

★ সমাজে ন্যায্যতা–
হালাল উপার্জন সমাজে বৈষম্য কমায়, শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য আনে।

★ দারিদ্র্য বিমোচন–

যে ব্যক্তি উপার্জন করে অন্যদের সাহায্য করে, সে নিজে সাদাকাহর ধারক হয় এবং সমাজে দারিদ্র্য কমায়।

★ হারাম উপার্জনের ক্ষতি–

হালাল উপার্জন যেমন সাদাকাহর মর্যাদা রাখে, তেমনি হারাম উপার্জন আল্লাহর অভিশাপ বয়ে আনে। হারাম উপার্জনে বরকত থাকে না, বরং তা মানুষের দোয়া কবুল হতে বাধা সৃষ্টি করে।

৫. আধুনিক যুগে উপার্জন ও সাদাকাহর প্রয়োগ–

বর্তমান যুগে ব্যবসা, চাকরি, অনলাইন উপার্জনসহ নানা মাধ্যম সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হালাল ও হারাম সীমা নির্ধারণ করেছে। যে ব্যক্তি ইসলামী নীতিমালা মেনে ডিজিটাল বা পেশাগত উপার্জন করে, এবং তা কল্যাণে ব্যবহার করে–সে আধুনিক যুগেও সাদাকাহর ধারায় অংশ নেয়।

উপার্জন শুধু জীবিকার মাধ্যম নয়, এটি একটি নৈতিক দায়িত্ব ও ইবাদত। যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে উপার্জন করে, তার রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতপ্রাপ্ত হয়। নিজের পরিবার, সমাজ ও মানবতার কল্যাণে ব্যয় করলে সেই উপার্জনই হয়ে যায় এক প্রকার সাদাকাহ।

অতএব, ইসলামী দৃষ্টিতে “উপার্জন” ও “সাদাকাহ” দুটি ভিন্ন বিষয় হলেও তাদের আত্মা ও উদ্দেশ্য এক — আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও মানুষের কল্যাণ সাধন।

২.৩ উপার্জনের আগে নিয়ত সঠিক হওয়া

উপার্জনের আগে নিয়ত (ইচ্ছা) সঠিক হওয়া ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম শুধু কাজ বা ফলাফলকে নয়, বরং কাজের পেছনের নিয়ত বা উদ্দেশ্যকেও মূল্যায়ন করে।উদ্দেশ্য যেন শুধুমাত্র দুনিয়ার লোভ না হয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নিজের ও পরিবারের হালাল জীবনধারণের জন্য উপার্জন করা উচিত।

নিয়তের গুরুত্বঃ–

ইসলামে কোনো কাজ (আমল) আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না, তা নির্ভর করে নিয়তের উপর। অর্থাৎ, কাজটি কেন, কার জন্য, এবং কী উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে — সেটাই নির্ধারণ করে সেই কাজের মূল্য ও প্রতিদান।

উপার্জনের নিয়ত যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি, পরিবারের হালাল ভরণ-পোষণ, দান-খয়রাত, ও সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে হয়– তাহলে তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাজ করে, তাহলে সেটি ইবাদত হয়। কিন্তু যদি একই কাজ দুনিয়াবী স্বার্থে বা মানুষের প্রশংসার জন্য করা হয়, তাহলে সেটি ইবাদত নয়–বরং তা আখিরাতে কোনো প্রতিদান পাবে না।

উদাহরণ:

কেউ যদি নামাজ পড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সে সওয়াব পাবে।আর কেউ যদি নামাজ পড়ে মানুষ দেখানোর জন্য, তার কোনো সওয়াব নেই।

নিয়তই আমলের প্রাণ। নিয়ত ছাড়া আমল মৃত।

নিয়ত সঠিক হলে সাধারণ কাজও ইবাদতে রূপ নেয়, আর নিয়ত খারাপ হলে ইবাদতও ব্যর্থ হয়ে যায়।

১.আমলের মূল ভিত্তি নিয়ত:—

ইসলামে প্রতিটি কাজের মূল ভিত্তি হলো নিয়ত। নিয়ত অর্থ–কোনো কাজের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায়। আল্লাহর কাছে কোনো কাজ তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন সেটি বিশুদ্ধ নিয়তের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

"নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল।"

এই হাদিসটি ইসলামী শরিয়তের একটি মৌলিক নীতি। অর্থাৎ, নিয়ত ছাড়া কোনো ইবাদত বা সৎকর্মের মূল্য নেই।

আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের উপর নির্ভর করে।

যদি কাজটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তবে তা ইবাদত।একই কাজ নিয়তের ভিন্নতার কারণে ইবাদত বা গুনাহ হতে পারে। যেমন–দান করা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হলে সওয়াব,

আর দেখানোর জন্য হলে রিয়া (অভিনয়)নিয়ত কাজকে পবিত্র করে তোলে। সাধারণ কাজ যেমন খাওয়া, ঘুমানো, উপার্জন করা–যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, সেগুলোও ইবাদতে পরিণত হয়।

২. নিয়ত কাজের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করে:—

একই কাজ একজন ব্যক্তি করলে তা ইবাদত হতে পারে, আর অন্যজন করলে তা সাধারণ কাজ হতে পারে–পার্থক্য শুধুমাত্র নিয়তে। যেমন– কেউ কাজ করছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আর কেউ করছে খ্যাতি বা সম্পদের জন্য — প্রথমজনের কাজ সওয়াবের কারণ, দ্বিতীয়জনের কাজ শুধু দুনিয়ার পুরস্কারেই সীমাবদ্ধ।
নিয়ত (ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য) কাজের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করে। ইসলামে কোনো আমল (কাজ) আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না, তা মূলত নির্ভর করে সেই কাজের পিছনের নিয়তের উপর।

উদাহরণ:

★কেউ দান করছে – যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে, তা সওয়াবের কাজ।কিন্তু যদি লোক দেখানোর জন্য করে, তাহলে তা রিয়া (প্রদর্শন) এবং পাপ।

★নামাজ, রোজা, হজ, বা যেকোনো ইবাদত –সবকিছুই নিয়তের উপর নির্ভর করে।

নিয়তই কাজের প্রাণ।নিয়ত যদি আল্লাহর জন্য খাঁটি হয়, তাহলে আমল গ্রহণযোগ্য; আর নিয়ত যদি খারাপ বা অন্য উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে সেই কাজ আল্লাহর কাছে বাতিল।

৩. নিয়ত আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে:—
সঠিক নিয়ত মানুষকে রিয়া (লোক দেখানো), অহংকার ও স্বার্থপরতা থেকে দূরে রাখে। এটি মানুষকে আন্তরিক ও বিনয়ী করে তোলে।ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে, মানুষের প্রতিটি কাজের মূল্য নির্ভর করে তার নিয়তের উপর।

★আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য দৃঢ় করে:
যখন মানুষ কাজ করে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তখন তার অন্তর লোভ, অহংকার, নাম-যশ থেকে মুক্ত থাকে।

★রিয়া (দেখানো) ও গর্ব দূর করে:
নিয়ত সঠিক হলে মানুষ অন্যের প্রশংসা বা প্রতিদান চায় না; ফলে আত্মা অহংকারমুক্ত হয়।

★অন্তরের প্রশান্তি আনে:
পবিত্র নিয়ত মানুষকে অন্তর্দাহ, সন্দেহ ও অনুশোচনা থেকে মুক্ত রাখে।

★ পাপের চিন্তা থেকে রক্ষা করে:
নিয়তকে শুদ্ধ রাখলে মানুষ অন্যায় উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করতে পারে না, ফলে আত্মা অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকে।

★আল্লাহর নিকটে আত্মাকে উঁচু করে তোলে:
নিয়তের পবিত্রতার কারণে ছোট কাজও আল্লাহর কাছে মহৎ হয়ে যায়, যা আত্মার মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

৪. নিয়ত সঠিক থাকলে সাধারণ কাজও ইবাদতে রূপ নেয়:—

ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা শুধু নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জীবনের প্রতিটি কাজকেই ইবাদতের অংশে পরিণত করার সুযোগ দেয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষের সকল কাজকে মূল্যায়ন করেন তার নিয়ত বা উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে। যদি কোনো সাধারণ কাজও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়, তা ইবাদত হয়ে যায়। যেমন–কেউ হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জন করছে শুধুমাত্র পরিবারের দায়িত্ব পালন ও দান করার উদ্দেশ্যে; তাহলে তার সেই উপার্জনই ইবাদত। একজন ছাত্র যদি সমাজ ও ইসলামের উপকারের জন্য জ্ঞান অর্জন করে, তবে তার অধ্যয়নও ইবাদত।

উপার্জনের আগে নিয়ত ঠিক করলে কাজটি ইবাদতে পরিণত হয়। সঠিক নিয়ত ছাড়া বড় উপার্জনও ব্যর্থ হতে পারে। হালাল উপার্জন ও সৎ উদ্দেশ্য–এটাই ইসলামী জীবিকার মূলনীতি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন–

"তুমি তোমার স্ত্রীকে যে খাদ্য দাও, সেটিতেও তোমার জন্য সওয়াব রয়েছে।" –(সহিহ বুখারি)

এ থেকে বোঝা যায়, মানুষের পারিবারিক দায়িত্ব পালন, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ, অসুস্থের সেবা করা, এমনকি হাসিমুখে কারও সঙ্গে দেখা করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়। ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয়– জীবনের প্রতিটি কাজেই আল্লাহর স্মরণ ও সন্তুষ্টিকে উদ্দেশ্য করো। তবেই সাধারণ কাজও পুণ্যের ভাণ্ডারে পরিণত হবে। তাই মুসলমানের জীবন শুধুমাত্র মসজিদে নয়, বরং ঘরে, কর্মক্ষেত্রে, বাজারে– সর্বত্রই ইবাদতের ছোঁয়া থাকা উচিত। নিয়ত ঠিক হলে, জীবনটাই ইবাদত হয়ে যায়।

উদাহরণ :

★উপার্জন করা — যদি পরিবারকে হালালভাবে রিজিক দিতে ও দান করার উদ্দেশ্যে হয়, তা ইবাদত।

★ পড়াশোনা করা — যদি তা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে ইসলাম ও সমাজের কল্যাণে লাগে, তা ইবাদত।

★অসুস্থকে সেবা করা — যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তাও ইবাদত।
অর্থাৎ, নিয়ত যদি আল্লাহর জন্য হয়, তবে সাধারণ কাজও ইবাদত হয়ে যায়।

৫. নিয়তের মাধ্যমে পার্থিব কাজ আখিরাতের পুঁজি হয়:—

সৎ নিয়ত থাকলে দুনিয়ার কাজও আখিরাতে পুরস্কৃত হয়।যেমন– উপার্জনের আগে নিয়ত করা, "আমি হালাল উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারকে খাওয়াব এবং দান করব" – এটি এক মহান নিয়ত।
কোনো কাজ যদি খাঁটি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তা শুধু দুনিয়াবি নয়– আখিরাতেও সওয়াবের কারণ হয়। ইসলামে কাজের মূল্য নির্ভর করে নিয়তের উপর। যদি কাজটি দুনিয়ার দেখানো বা স্বার্থে করা হয়–তা কেবল পার্থিব পুরস্কারে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যদি একই কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দ্বীনের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে সেই দুনিয়ার কাজই আখিরাতের পুঁজিতে রূপ নেয়।

একজন মানুষ একই কাজ করতে পারে — কেউ দুনিয়ার জন্য, কেউ আখিরাতের জন্য। নিয়তই নির্ধারণ করবে, সে কাজ আখিরাতের পুঁজি হবে না কেবল দুনিয়ার সফলতা।

৬. নিয়তের সংশোধন অবিরত প্রয়োজন:—

নিয়ত শুধু কাজ শুরুর সময় নয়, বরং কাজের পুরো সময়েই বিশুদ্ধ রাখা জরুরি। কারণ নিয়ত পরিবর্তিত হতে পারে, তাই তা সংশোধন করা ইমানের নিদর্শন।ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ত শুধু কাজের শুরুতেই নয়, বরং কাজ চলাকালীন ও শেষে পর্যন্ত খাঁটি রাখা জরুরি। কারণ নিয়তই নির্ধারণ করে কাজটি আল্লাহর জন্য হচ্ছে নাকি দুনিয়ার স্বার্থে।

নিয়ত একবার ঠিক করলেই যথেষ্ট নয়, কারণ মানুষের মন পরিবর্তনশীল। শয়তান ও নফস মাঝে মাঝে নিয়তের বিশুদ্ধতা নষ্ট করে দেয়। তাই মুমিনের উচিত নিয়মিত নিজের অন্তর যাচাই করা —

আমি কি সত্যিই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করছি?

নাকি মানুষের প্রশংসা, স্বার্থ বা খ্যাতি কামনায়?

নিয়ত যেন বিশুদ্ধ থাকে, এজন্য তাওবা,
আত্মসমালোচনা এবং আল্লাহর স্মরণ অবিরত রাখতে হয়। কারণ নিয়তের সংশোধনই কাজকে ইবাদতে রূপান্তরিত করে। নিয়ত হলো অন্তরের আমল, যা প্রতিটি ইবাদত ও কাজের প্রাণ। নিয়ত সঠিক হলে কাজ সওয়াবের যোগ্য হয়, আর নিয়ত ভুল হলে আমলও নষ্ট হয়। নিয়ত ঠিক করা মানে নিজের উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ফেরানো। তাই প্রতিটি কাজের শুরুতেই বলা উচিত–
"আমি এই কাজটি করছি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।"

৭. ভুল নিয়ত উপার্জনকে নষ্ট করে দেয়:—

যদি কেউ লোক দেখানো, গর্ব, অন্যকে প্রতারণা করা, বা হারাম কাজে খরচের উদ্দেশ্যে উপার্জন করে, তবে সেই উপার্জন আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না।
উপার্জনের বরকত কমিয়ে দিতে পারে, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে সেই কাজকে গ্রহণযোগ্যতা থেকে বঞ্চিতও করতে পারে। নিচে সংক্ষেপে বোঝানো হলো — কুরআনী ও সুন্নাহভিত্তিক দৃষ্টিতে কী হয়, এবং বাস্তবে আমরা কী করতে পারি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত হাদিস: — "কাজগুলোর মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারিত হয় নিয়তের দ্বারা।"

(অর্থঃ কাজগুলোই নিয়তের উপর নির্ভর করে — যেইজন্য করা হয়েছে, সে অনুযায়ী প্রতিদান।)

কীভাবে ভুল নিয়ত উপার্জনকে প্রভাবিত করেঃ

যদি কাজ বা আয় হারাম উদ্দেশ্য (ধোঁকা, জাহিল প্রমাণ, রুকসত ছাড়া চুরি ইত্যাদি) নিয়ে হয়, সেক্ষেত্রে তা পাপের শৃঙ্খলে পড়ে এবং আয়ের গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

রুকসত-শর্তে (যেমন: কোন কাজ আগে থেকেই জানতাম না যে হারাম) অনিচ্ছাকৃত ভুল হলে, আল্লাহর রহমত ও তওবার সম্ভাবনা থাকে — সেজন্য দ্রুত সংশোধন প্রয়োজন।

খারাপ নিয়ত (শৌর্য্য দেখানো, প্রতিপন্ন করা ইত্যাদি) থাকলে সওয়াব হ্রাস পেতে পারে — কাজ বাহ্যিকভাবে ভালো হলেও ভিতরের উদ্দেশ্য সওয়াব কমায়

৮. হালাল রুজি অর্জনের নিয়ত:—

উপার্জনের আগে মুমিনের উচিত মনে স্থির করা–আমি হালাল পথে উপার্জন করব। কোনো প্রতারণা, সুদ, ঘুষ বা হারাম পদ্ধতি অবলম্বন করব না।এই রুজি দিয়ে আমি আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও দরিদ্রদের হক আদায় করব। হালাল রুজি অর্জনের নিয়ত সম্পর্কে ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায় যে, প্রতিটি কর্মের মূল ভিত্তি হলো নিয়ত। রুজি বা আয় যদি হালাল পথে অর্জিত হয় এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তা ন্যায়সঙ্গত ও বরকতময় হয়। মূল কারণগুলো হলো:

★ আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য করা–

রুজি অর্জনের সময় উদ্দেশ্য থাকা উচিত আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করা। উদাহরণ: “আমি হালাল আয় অর্জন করতে চাই যাতে পরিবারকে ঠিকমতো রক্ষা করতে পারি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি।”

★ হালাল ও নিষিদ্ধের পার্থক্য জানা–

কোন উপায়ে রুজি আয় করা যাবে এবং কোন উপায়ে যাবে না তা স্পষ্টভাবে জানা জরুরি। যেমন: জুয়া, বেতনধরা রিশ্বত, মিথ্যা বা প্রতারণা থেকে বাঁচা।

★ সৎ প্রচেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে অর্জন–

নিয়ত হওয়া উচিত স্বচ্ছ এবং পরিশ্রমমুখী উপার্জনের। অলস বা অন্যায় উপায়ে অর্থ লাভের উদ্দেশ্য থাকা উচিত নয়।

★ধৈর্য ও ধন-সম্পদকে আল্লাহর আমানত হিসেবে দেখা–

আয়কে কেবল নিজের জন্য নয়, প্রয়োজনে পরিবারের, গরিব ও দুঃস্থদের জন্য ব্যবহার করার ইচ্ছা থাকতে হবে।

নিয়ত উদাহরণ:

“আমি এই কাজ করবো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, যাতে আমার রুজি হালাল হয় এবং তা আমাকে ও আমার পরিবারের জন্য বরকতময় হয়ে ওঠে।”

২.৪ রিজিকে বরকত লাভ

রিজিক শুধু পরিমাণে বেশি হওয়াই আসল নয় — বরং তাতে বরকত থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বরকত মানে হলো অল্প রিজিক থেকেও তুষ্টি, শান্তি ও কল্যাণ লাভ। সৎকর্ম করলে আল্লাহ হালাল পথে অর্জিত রিজিকে বরকত দান করবেন। মুসলিমদের উত্তম কর্ম করতে এবং তাকওয়াবান হতে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ রিজিক প্রশস্ত করার ওয়াদা করেছেন।

পবিত্র কুরআন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَ لَوۡ اَنَّ اَهۡلَ الۡقُرٰۤی اٰمَنُوۡا وَ اتَّقَوۡا لَفَتَحۡنَا عَلَیۡهِمۡ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ

"আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম।" —(সূরা আরাফঃ ৯৬)

একইভাবে হাদিসে রিজিক বৃদ্ধি করতে চাইলে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখার নসীহত করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন —

যাকে এ বিষয়টি আনন্দিত করে যে, তার রিজিকে সচ্ছলতা দেয়া হোক এবং তার অবদান আলোচিত হোক (দীর্ঘায়ু দেয়া হোক) সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।

অর্থাৎ সৎকর্ম করলে আল্লাহ রিজিক বৃদ্ধির মাধ্যমে বান্দাকে পুরষ্কৃত করেন। এই পুরস্কারের আশায় মানুষকে সৎকর্ম করতে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। আবার অসৎকর্ম এবং নাফরমানীর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ রিজিক ছিনিয়ে নেন। এভাবে অসৎকর্মের প্রতি মানুষকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

فَكَفَرَتۡ بِاَنۡعُمِ اللهِ فَاَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الۡجُوۡعِ وَ الۡخَوۡفِ بِمَا كَانُوۡا يَصۡنَعُوۡنَ

"অতঃপর সে (জনপদ) আল্লাহর নিআমত অস্বীকার করল। তখন তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষুধা ও ভয়ের পোশাক পরালেন।"—(সূরা নাহলঃ ১১২)

রিজিক (رزق) অর্থ জীবিকা, আহার, পোশাক, আশ্রয় ও মানব জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপকরণ। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে জীবিকা দিয়েছেন তাঁর করুণার নিদর্শন হিসেবে। তবে শুধু রিজিক থাকা যথেষ্ট নয়, বরং সেই রিজিকে বরকত থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বরকত মানে হলো সামান্য জিনিসেও তুষ্টি, শান্তি ও কল্যাণ পাওয়া। কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে শেখায় কীভাবে রিজিকে বরকত অর্জন করা যায়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন —"নিশ্চয়ই,
ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের (পাপের) কারণে রিজিক হতে বঞ্চিত করা হবে।

ইসলাম (অর্থাৎ হালাল পথে আত্মনির্ভরশীল) হবার জন্য বেশি বেশি দোয়া করতে উৎসাহিত করে। এটা সহিহ মুসলিমে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করতেন–"হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট হেদায়েত, তাকওয়া, সুস্থতা ও সম্পদ প্রার্থনা করছি।

সকাল সন্ধ্যায় পঠিত মাসনুন একটি দোয়া হল —

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র ও হালাল রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি।"

সম্পদ হলো জীবনযাত্রা অবলম্বনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দ্বীন ও দুনিয়াবী উভয় বিষয়ের সম্পদ সাহায্য করে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَ لَا تُؤۡتُوا السُّفَهَآءَ اَمۡوَالَکُمُ الَّتِیۡ جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمۡ قِیٰمًا وَّ ارۡزُقُوۡهُمۡ فِیۡهَا

"আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা থেকে তাদেরকে আহার দাও।" —(সূরা নিসাঃ ৫)

কুরআনে অসংখ্যবারজিহাদের আলোচনায় জান ও মালের সাহায্যে জিহাদ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শারীরিক জিহাদের পূর্বে জিহাদ বিল মালের উল্লেখ পাওয়া যায়। দারিদ্র্যের পর স্বচ্ছলতা, অভাবের পর ধনসম্পদের অধিকারী হওয়াকে বান্দার প্রতি আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত হিসেবে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন —

وَ وَجَدَکَ عَآئِلًا فَاَغۡنٰی

"তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।"—সূরা আদ-দুহাঃ ৮)

তিনি আরো বলেন —

الَّذِیۡۤ اَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۬ۙ وَّ اٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ

"যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধ-ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।" —(সূরা কুরাইশঃ ৪)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ব্যবসা এবং বাণিজ্য হলো অতি প্রয়োজনীয় দুটি বিষয়, কেননা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সৎ ও বৈধ পথে রিজিক অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন।

وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَیۡعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا

"অথচ আল্লাহ ক্রয় বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।"—(সূরা বাকারাঃ ৭৫)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইসলাম কাজ করতে উৎসাহিত করে এবং ভিক্ষাবৃত্তি করতে নিরুৎসাহিত করে। হাদিসে আমরা দেখি কোন কোন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের অন্যের নিকট কিছু চাইতে বারণ করেন এবং নিজ হাতে জীবিকা নির্বাহের প্রতি প্রেরণা দান করেন। আমাদের সকালের কর্মে বরকতের জন্য তিনি প্রার্থনা করে বলেন–"হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সকালবেলাকে বরকতপূর্ণ করুন। "

আমরা হাদিসে দেখি ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি করতে চরমভাবে নীর উৎসাহিত করেছে আর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। কিন্তু আজকের সমাজে আমরা পুরো উল্টো চিত্র দেখতে পাই, মানুষ কাজ না করে ভিক্ষা করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, মানুষের নিকট চাইতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দান করে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে, তার রিজিক দ্বিগুণভাবে বৃদ্ধি পায়।নামাজ রিজিক বাড়ানোর মাধ্যম। নিয়মিত নামাজ আদায়কারীর জীবনে আল্লাহ বরকত ও প্রশান্তি দান করেন।হালাল পথে রুজি অর্জন করলে তাতে বরকত আসে। আর হারাম উপার্জন বরকত নষ্ট করে দেয় ও আল্লাহর অসন্তোষ ডেকে আনে।

তাকওয়াসম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ মানে ও হারাম থেকে বিরত থাকে। তার উপার্জনে বরকত থাকে, কারণ সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পরিশ্রম করে।রিজিক যতটুকুই হোক, তাতে কৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তায়ালা তাতে বরকত দেন ও রিজিক বৃদ্ধি করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

“যে শরীর হারাম খাদ্যে গঠিত হয়, জান্নাত তার জন্য হারাম।” –(তিরমিজি, হাদীস: ৬১৪)

রিজিক শুধুমাত্র উপার্জনের ফল নয়; বরং এটি আল্লাহর রহমত। হালাল উপার্জন, তাকওয়া, দোয়া, কৃতজ্ঞতা ও সৎ জীবনযাপনের মাধ্যমে রিজিকে বরকত পাওয়া যায়। বরকতময় রিজিক মানুষকে শান্তি, সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সফলতা এনে দেয়।আল্লাহর উপর ভরসা রিজিকে বরকত আনে, কারণ তিনিই রিজিকদাতা।

অধ্যায়-৩ঃ রিজিকের শ্রেণী ও প্রকার

রিজিক (رِزْقٌ) ইসলামি পরিভাষায় এমন এক ধারণা, যা শুধু খাদ্য বা অর্থ নয়, বরং জীবনের সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ, মানসিক প্রশান্তি, জ্ঞান, স্বাস্থ্য, পরিবার, এমনকি ঈমানকেও অন্তর্ভুক্ত করে। রিজিক হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এক অনুগ্রহ ও পরীক্ষা।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ فِی السَّمَآءِ رِزۡقُكُمۡ وَ مَا تُوۡعَدُوۡنَ

"তোমাদের রিজিক আমি আকাশে রেখেছি এবং যা তোমাদের প্রতিশ্রুত।" –(সূরা আয-যারিয়াত: ২২)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, রিজিক সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর হাতে এবং তিনি যাকে চান, যেভাবে চান, যতোটা চান, তা দান করেন।

রিজিক (رِزْقٌ) শব্দটি আল্লাহ তাআলার এক মহান নিয়ামতকে নির্দেশ করে। মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ — সবারই জীবনধারণ রিজিকের উপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ مَا مِنۡ دَآبَّۃٍ فِی الۡاَرۡضِ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ رِزۡقُهَا

"আর পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিজিক আল্লাহর উপর নির্ভরশীল নয়।" –(সূরা হুদ: ৬)

অতএব, রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও প্রদত্ত এক বরকতময় ব্যবস্থা।

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে শুধুমাত্র তার কাছে রিজিক তালাশ ও শুধু মাত্র তাঁর ইবাদত করতে আদেশ করেছেন, কেননা তিনিই হলেন রিজিকদাতা এবং একমাত্র ইবাদত পাওয়ার হকদার।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন —

فَابۡتَغُوۡا عِنۡدَ اللّٰهِ الرِّزۡقَ وَ اعۡبُدُوۡهُ وَ اشۡكُرُوۡا لَهٗ ؕ اِلَیۡهِ تُرۡجَعُوۡنَ

"আল্লাহর কাছে রিজিক তালাশ কর, তাঁর এবাদত কর এবং তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"—(সূরা আনকাবুত: ১৭)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, রিজিক সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর হাতে এবং তিনি যাকে চান, যেভাবে চান, যতোটা চান, তা দান করেন।

রিজিক আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত, যা মানুষের বিশ্বাস, পরিশ্রম ও নিয়তের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। রিজিকের আসল উদ্দেশ্য ধন-সম্পদ বৃদ্ধি নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জীবনের ভারসাম্য রক্ষা। মানুষের দায়িত্ব হলো–হালাল উপায়ে রিজিক অনুসন্ধান করা, তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং সর্বদা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

৩.১ রিজিকের প্রকারভেদ

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী

রিজিক (رِزْقٌ) 'আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো জীবিকা, খাদ্য, উপার্জন বা যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। ইসলামী দৃষ্টিতে রিজিক কেবল অর্থ বা সম্পদ নয়; বরং এর অন্তর্ভুক্ত হলো —

* খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়,
* স্বাস্থ্য ও শান্তি,
* ইলম, ঈমান ও তাওফিক,

এমনকি সুখী পরিবার ও বন্ধুত্বও রিজিকের অন্তর্ভুক্ত।
অর্থাৎ, রিজিক মানে জীবনের যাবতীয় কল্যাণকর বিষয়।

রিজিকের মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তিনি যাকে ইচ্ছা অধিক দেন, যাকে ইচ্ছা সীমিত দেন। এটি তাঁর প্রজ্ঞা ও পরীক্ষার অংশ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন —

اَللّٰهُ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَ يَقۡدِرُ

“আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সীমাহীন রিজিক দেন এবং যাকে ইচ্ছা নির্ধারিত পরিমাণে দেন।” –(সূরা আর-রাদ: ২৬)

ইসলাম পরিশ্রম ও বৈধ উপার্জনকে ইবাদত হিসেবে গণ্য করেছে। মানুষ যতই চেষ্টা করুক, আল্লাহর নির্ধারিত রিজিকের বাইরে কিছু পেতে পারে না। তবে ইসলাম মানুষকে পরিশ্রম ও হালাল উপায়ে জীবিকা অর্জনে উৎসাহিত করেছে।

অতএব, রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ও প্রদত্ত এক বরকতময় ব্যবস্থা।

রিজিকের শ্রেণীবিভাগ:—

রিজিককে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সাধারণত দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১. দুনিয়াবী রিজিক (الرزق المعاشي):

এটি হচ্ছে মানুষের পার্থিব জীবন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রিজিক। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ, কর্মসংস্থান ইত্যাদি।

কুরআনে বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ

“তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে জীবনযাপনের উপযোগী করেছেন।” –(সূরা আল-মুলক: ১৫)

এই রিজিক প্রত্যেক মানুষের ভাগ্যে নির্ধারিত থাকে এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষ তা অর্জন করে।

২. আখিরাতের রিজিক (الرزق الأخروي):

এটি হলো আধ্যাত্মিক ও চিরস্থায়ী রিজিক — যেমন ঈমান, আমল, তাকওয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত।

আল্লাহ বলেন–

اَمَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمۡ جَنّٰتُ الۡمَاۡوٰی

“যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য আছে জান্নাতের রিজিক।” –(সূরা সাজদা:১৯)

অতএব, আখিরাতের রিজিক দুনিয়ার রিজিকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী।

রিজিকের প্রকারভেদ:—

ইসলামী চিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে রিজিকের প্রকারভেদ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো–

১. হালাল রিজিক:

যে রিজিক শরিয়তের অনুমোদিত উপায়ে অর্জিত হয়। যেমন– ব্যবসা, চাকরি, কৃষিকাজ, শিল্প বা সৎ পেশা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– “হালাল রিজিক অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ।” –(আল-বায়হাকী, শু ‘আবুল ঈমান)

২. হারাম রিজিক:

যে রিজিক নিষিদ্ধ উপায়ে অর্জিত হয় — যেমন সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, চুরি, জুয়া ইত্যাদি। হারাম রিজিক মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন– "যে দেহ হারাম খাদ্যে লালিত হয়, জাহান্নাম তার উপযুক্ত স্থান।" –(তিরমিজি)

৩. নির্ধারিত (তাকদিরভিত্তিক) রিজিক:

আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক প্রাণীর রিজিক পূর্বনির্ধারিত করেছেন।

হাদীসে এসেছে– "মানুষের জন্মের সময় তার রিজিক, আমল, জীবনের সময়কাল ও পরিণতি লিখে দেওয়া হয়।" –(সহিহ মুসলিম)

৪. অর্জনভিত্তিক রিজিক:

যে রিজিক মানুষ প্রচেষ্টা, মেহনত ও কাজের মাধ্যমে উপার্জন করে। ইসলাম কাজ ও পরিশ্রমকে রিজিক অর্জনের মাধ্যম হিসেবে উৎসাহিত করেছে।

৫. বরকতময় রিজিক:

যে রিজিক পরিমাণে কম হলেও তাতে সন্তুষ্টি, শান্তি ও স্থায়িত্ব থাকে। আল্লাহর স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও তাকওয়া বরকতের কারণ হয়।

কুরআনে আল্লাহ বলেন :—

وَ فِی السَّمَآءِ رِزۡقُکُمۡ وَ مَا تُوۡعَدُوۡنَ

আর আসমান ও জমিনে তোমাদের রিজিক রয়েছে এবং যা তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।"— (সূরা আয-যারিয়াত: ২২)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়–রিজিকের উৎস আল্লাহ, এবং তা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।

আরেক স্থানে আল্লাহ বলেন:—

اَللّٰہُ یَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَ یَقۡدِرُ

আল্লাহ যাকে চান অগণিত রিজিক দেন, আর যাকে চান সীমিত করেন।"— (সূরা রা ‘দ: ২৬)

অর্থাৎ রিজিকের বণ্টন ও পরিমাণ একমাত্র আল্লাহর হাতে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:— "নিশ্চয়ই কেউ মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ না সে তার নির্ধারিত রিজিক সম্পূর্ণ পেয়ে যায়। আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর উপায়ে রিজিক অনুসন্ধান কর।"— হাদিস: ইবনু মাজাহ

এই হাদীস থেকে জানা যায়—প্রত্যেকের রিজিক আল্লাহ আগে থেকেই নির্ধারণ করেছেন।

হারাম পথে রিজিক খোঁজা নিষিদ্ধ, কারণ রিজিক পাওয়া নিশ্চিত, শুধু হালাল পথে চেষ্টা করা দরকার।

রিজিকের বিভিন্ন দিক:—

ইসলামী দৃষ্টিতে রিজিকের ধরন বহু রকমঃ

প্রাকৃতিক রিজিক : যেমন বৃষ্টিপাত, সূর্যের আলো, পদার্থ উপাদান, ধরণীর উর্বরতা।

উপার্জিত রিজিক : কাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে আয়, চাষাবাদ, হস্তশিল্প ও শ্রম নির্ভর পেশা।

অপ্রত্যাশিত রিজিক : উত্তরাধিকার, উপহার, ইরসাল (অপ্রত্যাশিত উপহার)।

ভৌত রিজিক: খাদ্য, পোশাক, অর্থ, বাসস্থান ইত্যাদি।

আধ্যাত্মিক রিজিক: ঈমান, জ্ঞান, হিদায়াত, সন্তুষ্টি, শান্তি ইত্যাদি।

সম্মান ও মর্যাদা: সমাজে সম্মান বা গ্রহণযোগ্যতাও এক প্রকার রিজিক।

সময় ও সুযোগ: কল্যাণের কাজে সময় পাওয়া, স্বাস্থ্য ও শক্তিও রিজিক

বুদ্ধিবৃত্তিক রিজিক : জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বোধশক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।

মানসিক ও নৈতিক রিজিক: ধৈর্য, তৃপ্তি, কৃতজ্ঞতা, শান্তি ও আত্মসংযম।

সামাজিক রিজিক: পরিবার, সন্তান, বন্ধু, সম্মান ও মর্যাদা।

রিজিক হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রত্যেক উপকার, যা মানুষের দেহ, মন ও আত্মার কল্যাণে আসে।
রিজিক নির্ধারিত, কিন্তু তা অর্জনের জন্য হালাল পথে চেষ্টা করা ইবাদত।

রিজিকের প্রতিটি ধরণই আল্লাহর হিকমত অনুযায়ী নির্ধারিত। কেউ বেশি পায়, কেউ কম– এটি পরীক্ষা মাত্র। মূল কথা হলো, রিজিক যেন হালাল উপায়ে অর্জিত হয় এবং তাতে আল্লাহর বরকত থাকে।
মানুষের দায়িত্ব হলো–সৎ উপায়ে রিজিকের সন্ধান করা, তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং সর্বদা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। রিজিক দুই প্রকার — দুনিয়াবী ও আখিরাতের।
আর গুণ অনুযায়ী — হালাল, হারাম, নির্ধারিত, অর্জিত ও বরকতময় রিজিক।

৩.২ কর্ম ও পেশায় আত্মনিয়োগে ইসলামের উৎসাহ দান

ইসলাম কর্মকে কেবল জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করেছে। একজন মানুষ যখন হালাল উপার্জনের উদ্দেশ্যে পরিশ্রম করে, তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই অগ্রসর হয়। ইসলামে আলস্য, ভিক্ষাবৃত্তি বা অন্যের উপর নির্ভরতা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

কুরআনের দৃষ্টিতে কর্মে উৎসাহ:

কুরআনে বহু আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হালাল রিজিকের জন্য পরিশ্রম করতে উৎসাহ দিয়েছেন।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ

“অতঃপর যখন নামায সমাপ্ত হবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর। —(সূরা আল-জুমু ‘আ:১০)

এই আয়াতে আল্লাহ মানুষকে নামাজ শেষে বসে না থেকে কাজের মাধ্যমে রিজিক অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আরেক স্থানে আল্লাহ বলেন:—

وَ لَقَدۡ مَكَّنّٰكُمۡ فِی الۡاَرۡضِ وَ جَعَلۡنَا لَكُمۡ فِیۡهَا مَعَایِشَ

“আর আমি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে জীবিকার উপকরণসমূহে পরিপূর্ণ করেছি।” – (সূরা আল-আরাফ:১০)

অর্থাৎ, আল্লাহ মানুষকে এমন পৃথিবী দিয়েছেন যেখানে রিজিক অর্জনের উপকরণ আছে; এখন মানুষের দায়িত্ব সেই উপকরণ ব্যবহার করে কাজ করা।

হাদীসের আলোকে কর্মে উৎসাহ:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—“কোনও খাদ্য সে খাদ্যের চেয়ে উত্তম নয়, যা মানুষ নিজ হাতে উপার্জন করে খায়।” – (সহীহ বুখারী, হাদীস: ২০৭২)

আরেক হাদীসে এসেছে– “উপরের হাত (দানকারী) নীচের হাতের (গ্রহণকারী) চেয়ে উত্তম।” – (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৪২৯)

এই হাদীসগুলোতে রাসূল ﷺ স্পষ্টভাবে বলেন যে, পরিশ্রম ও স্বনির্ভরতা মর্যাদার প্রতীক, আর ভিক্ষা বা অলসতা নিন্দনীয়।

- সাহাবাদের জীবন থেকে উদাহরণ:

সাহাবি আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) মদিনায় আগমনের পর কোনও সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও বলেছিলেন: “আমাকে শুধু বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দাও।” পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি ধনী হয়েছিলেন, কিন্তু কখনও অন্যের উপর নির্ভর করেননি।

নবী করিম ﷺ নিজেও বাল্যকালে রাখাল এবং পরবর্তীতে ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করেছেন — যা ইসলামে কর্ম ও পেশার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে।

ইসলামী দৃষ্টিতে কাজের উদ্দেশ্য:

ইসলামে কর্মের উদ্দেশ্য কেবল অর্থ উপার্জন নয়; বরং–

1. হালাল উপার্জনের মাধ্যমে নিজে ও পরিবারকে রিজিক দেওয়া,
2. সমাজে উপকার করা,
3. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

ইসলাম বিভিন্ন পেশা ও কর্মে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে নিম্নোক্ত পেশা সমূহে —

ব্যবসা-বাণিজ্য

ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত করে। জীবিকা অর্জনের অন্যতম বৈধ ও সম্মানজনক মাধ্যম হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। কুরআন ও সুন্নাহতে ব্যবসাকে শুধু অনুমোদনই করা হয়নি, বরং এটিকে উৎসাহিত করা হয়েছে–শর্ত হচ্ছে তা হতে হবে হালাল, ন্যায়ভিত্তিক ও প্রতারণামুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বণিক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বৈদেশিক বাণিজ্য করেছিলেন। প্রথমে তার চাচার সাথে এবং পরে উম্মুল মু'মিনিন খাদিজা বিনতে খুওয়ালিদ রাযিয়াল্লাহু আনহার সাথে ব্যবসা করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের জামায়াতে বেশ সংখ্যক সম্পদশালী সাহাবী ছিলেন। তাদের মধ্যে আবু বকর, উসমান, আব্দুল রহমান ইবনে আউফ, তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ এবং অন্যান্য সাহাবীগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম ব্যবসায়ের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করেছিলেন, এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে তা ব্যয় করেছেন।

আবু বকর আস-সিদ্দিক রায়িয়াল্লাহু আনহু তেজারত করতেন এবং হিজরতে পূর্বে ও পড়ে উভয় সময়ে নিজের সম্পদ ইসলাম ও মুসলিমের জন্য ব্যয় করতেন। তিনি তার অধিকাংশ সম্পদই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করেছেন।

যাইহোক, হালাল উপার্জনের ইসলামে অনুমোদিত যতগুলো পদ্ধতি ও পেশা আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ ও উত্তম পদ্ধতি হল ব্যবসা-বাণিজ্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ اَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا

“আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"—(সূরা আল-বাকারাঃ ২৭৫)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, বৈধ উপায়ে ব্যবসা ইসলামসম্মত এবং তা রিজিকের বৈধ পথ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– “সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী হবেন নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সঙ্গী।(তিরমিযি, হাদিস: ১২০৯)

ইসলামি বাণিজ্যের মূলনীতি হলো–

১. সত্যবাদিতা ও আমানতদারি রক্ষা করা
২. প্রতারণা, মিথ্যা ও সুদ পরিহার করা
৩. ওজনে ও মাপে কম না দেওয়াভয়
৪. উভয় পক্ষের স্বেচ্ছায় লেনদেন হওয়া
৫. হালাল পণ্য ও বৈধ উদ্দেশ্যে লেনদেন করা

অতএব, ইসলাম ব্যবসাকে শুধু জীবিকার উপায় নয়, বরং একটি ইবাদতের রূপে দেখেছে– যদি উদ্দেশ্য হয় হালাল উপার্জন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। অন্যদিকে, অন্যায়, মিথ্যা বা সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ আল্লাহর কাছে ঘৃণিত।

চাষাবাদ

চাষাবাদ (কৃষিকাজ) কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের দুনিয়াবী ও আখিরাতের উভয় কল্যাণ নিশ্চিত করে। জীবিকার ক্ষেত্রে ইসলাম শুধু হালাল উপার্জনের নির্দেশই দেয়নি, বরং চাষাবাদ, বাণিজ্য, শিল্পকর্ম প্রভৃতি সব উৎপাদনমূলক কাজকে উৎসাহিত করেছে। কৃষি বা চাষাবাদ ইসলামে একটি সম্মানিত ও বরকতময় পেশা হিসেবে বিবেচিত।

কুরআনের আলোকে চাষাবাদ–আল্লাহ তাআলা কুরআনে বহু স্থানে চাষাবাদ ও ফসল উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন, যা মানুষের রিজিক ও উপকারের মাধ্যম।

আল্লাহ বলেন:—

ءَاَنۡتُمۡ تَزۡرَعُوۡنَهٗۤ اَمۡ نَحۡنُ الزّٰرِعُوۡنَ

"তোমরা কি চিন্তা করো, তোমরা যে বীজ বপন করো, তা তোমরাই উৎপন্ন করো, না আমরা উৎপন্ন করি?"—(সূরা আল-ওয়াকিয়াঃ ৬৪)

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, চাষাবাদ করলেও ফসল উৎপাদনের আসল ক্ষমতা আল্লাহরই।

আবার বলেন:

هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ ذَلُوۡلًا فَامۡشُوۡا فِیۡ مَنَاکِبِهَا وَ کُلُوۡا مِنۡ رِّزۡقِهٖ

"তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বশীভূত করেছেন; অতএব তোমরা এর বুকে চলাফেরা করো এবং তাঁর দেওয়া রিজিক আহরণ করো।" –(সূরা আল-মুলক: ১৫)

এই আয়াত মানুষকে পরিশ্রম করে রিজিক অর্জনের নির্দেশ দিচ্ছে–যার মধ্যে চাষাবাদ অন্যতম প্রধান উপায়।

সুন্নাহর আলোকে চাষাবাদের গুরুত্ব–রাসূলুল্লাহ ﷺ চাষাবাদ ও বৃক্ষরোপণের প্রতি বিশেষ উৎসাহ দিয়েছেন।
কৃষিকাজ কেবল জীবিকা নয়, বরং এটি একটি চলমান সদকা।

আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–"যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ রোপন করে কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা হতে পাখি কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খাই তবে তা তার পক্ষ হতে সাদাকাহ্ বলে গণ্য হবে।"

জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন —"যে ব্যক্তি মৃত জমিকে পুনর্জীবিত করে সে জমি তারই।"

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষির উপকারিতা–

১. হালাল জীবিকার উৎস: চাষাবাদ একেবারে হালাল ও পবিত্র উপার্জনের মাধ্যম।
২. মানবকল্যাণে ভূমিকা: কৃষিপণ্য মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, ও জীবিকার প্রধান উৎস।
৩. পরিবেশ সংরক্ষণ: বৃক্ষরোপণ ও কৃষিকাজ পৃথিবীকে সবুজ রাখে, যা ইসলাম উৎসাহিত করে।
৪. সদকা জারিয়া: গাছ ও ফসল যতদিন উপকারে আসে, ততদিন তা সওয়াবের কারণ হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে চাষাবাদ শুধু জীবিকার উপায় নয়, বরং তা ইবাদতের অংশও হতে পারে যদি সঠিক নিয়ত ও হালাল উপায়ে করা হয়। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে, সৎ উপায়ে পরিশ্রম করে কৃষিকাজ করলে তা দুনিয়া ও আখিরাতে বরকত ও সওয়াবের কারণ হয়।

হস্তশিল্প ও শ্রম নির্ভর পেশা
হস্তশিল্প ও শ্রম নির্ভর পেশা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের প্রতিটি কাজকে ইবাদতের রূপ দিতে সক্ষম। হস্তশিল্প ও শ্রমনির্ভর পেশা ইসলামি দৃষ্টিতে শুধু জীবিকা অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং তা একটি সম্মানজনক ও বরকতময় কাজ হিসেবে গণ্য।

কুরআনের আলোকে:—

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ جَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيۡهَا مَعَايِشَ

“আর আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকা (রুজি) স্থির করেছি।” – (সূরা আল-আরাফ: ১০)

অন্য আয়াতে বলেন–

وَ اَنۡ لَّیۡسَ لِلۡاِنۡسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی

"আর মানুষ পাবে শুধু তাই, যা সে চেষ্টা করে।" – (সূরা আন-নজম: ৩৯)

এই আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, পরিশ্রম, শ্রম ও কারিগরি কাজে মনোনিবেশ করা ইসলামে উৎসাহিত। হস্তশিল্প, কৃষি, লোহা-তামা, কাঠের কাজ, দর্জি, মুচি, নির্মাণশিল্প ইত্যাদি সবই আল্লাহ প্রদত্ত হালাল উপার্জনের পথ।

সুন্নাহর আলোকে:—

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– "কেউ কখনো নিজের হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম আহার ভোগ করেনি।" – (সহিহ বুখারি, হাদীস: ২০৭২)

আরেক হাদীসে এসেছে– "আল্লাহ সেই বান্দাকে ভালোবাসেন, যে হালাল উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করে।" –(বাইহাকি, শু 'আবুল ঈমান)

এই হাদীসগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, হাতে কলমে কাজ করা, নিজের শ্রম দিয়ে জীবিকা অর্জন করা ইসলামি দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানজনক।

মিকদাম রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন —"নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কেউ কখনো খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।"

একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো কোন প্রকার উপার্জন সবচেয়ে উত্তম তিনি বলেন —"নিজ যাহাতে কাজ করা এবং হালাল পথে ব্যবসা করে যে উপার্জন করা হয় তাই সর্বোত্তম।"

অন্য একটি হাদিসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন —"তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে চলে যাক, পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে এনে বিক্রয় করুক এবং তার চেহারাকে আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুক এটা তার জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করা, চাই তাকে দান করুক বা না করুক তার চাইতে উত্তম।"

হস্তশিল্প ও শ্রমনির্ভর পেশার গুরুত্ব:—

1. এটি আত্মনির্ভরতার প্রতীক।
2. এতে অহংকারের স্থান নেই–বরং বিনয় ও পরিশ্রম বৃদ্ধি পায়।
3. সমাজে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়।
4. হালাল ও বরকতময় রিজিক অর্জনের পথ উন্মুক্ত হয়।

ইসলাম শেখায়–কোনো কাজ ছোট নয়, যদি তা হালাল উপায়ে সম্পন্ন হয় এবং উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তাই হস্তশিল্প ও শ্রমনির্ভর পেশা শুধু জীবিকা নয়, এটি এক ধরনের ইবাদতও, যদি তা সৎ নিয়তে ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়।

৩.৩ ভিক্ষাবৃত্তি এবং প্রতারণার বিরুদ্ধে সতর্কবার্তা

ইসলাম মানুষকে পরিশ্রম ও আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দেয়। ভিক্ষাবৃত্তি ও প্রতারণা এমন দুটি কাজ যা ইসলামী সমাজে নিরুৎসাহিত এবং কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ এগুলো আত্মসম্মানহানি, সমাজে অবিশ্বাস ও অন্যায়ের জন্ম দেয়।

ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা মুসলিমদের উৎসাহ দান করেছেন, ঐ সকল লোকদের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার জন্য যারা ভিক্ষাবৃত্তি করে না যদিও তারা অভাবী। এমন লোকদের খুঁজে বের করে সাহায্য করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে আল্লাহ ইরশাদ করেন —

لِلۡفُقَرَآءِ الَّذِیۡنَ اُحۡصِرُوۡا فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ لَا یَسۡتَطِیۡعُوۡنَ ضَرۡبًا فِی الۡاَرۡضِ ۫ یَحۡسَبُهُمُ الۡجَاهِلُ اَغۡنِیَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ۚ تَعۡرِفُهُمۡ بِسِیۡمٰهُمۡ ۚ لَا یَسۡـَٔلُوۡنَ النَّاسَ اِلۡحَافًا ؕ وَ مَا تُنۡفِقُوۡا مِنۡ خَیۡرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیۡمٌ

দান খয়রাত ঐ সব লোকদের জন্য যারা আল্লাহর কাছে আবদ্ধ হয়ে গেছে, জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফিরা করতে সক্ষম নয়। তাদের সাবলিল চলাচলের জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবহীন মনে করে, তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে যাঞ্চা করেনা। এবং তোমরা বৈধ সম্পদ থেকে যা ব্যয় কর সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যকরূপে অবগত।"—(সূরা বাকারঃ ২৭৩)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, সত্যিকার মুমিনরা নিজেদের আত্মসম্মান রক্ষা করে, পরিশ্রম করে জীবনযাপন করে এবং অযথা অন্যের কাছে হাত পাতেন না। ইসলামে ভিক্ষাবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় না বরং কঠোরভাবে এটা করতে নিষেধ করে

আর কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন –

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِينَۙ

“ধোঁকাবাজদের জন্য দুর্ভোগ।” –(সূরা আল-মুতাফ্‌ফিফীন: ১)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন – “যে ব্যক্তি মানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা করে অথচ তার প্রয়োজন নেই, সে কিয়ামতের দিনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার মুখে কোন মাংসই থাকবে না।

আরেক হাদিসে নবী ﷺ বলেন – “উপরের হাত (দানকারীর হাত) নিচের হাতের (গ্রহণকারীর) চেয়ে উত্তম।” – (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৪২৯)

অর্থাৎ, দান করা সম্মানের, কিন্তু অযথা চাওয়া লজ্জাজনক।

অপর এক হাদিসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–"যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানুষের মাল চেয়ে বেড়ায়, সে মূলত জাহান্নামের অঙ্গার চেয়ে বেড়ায়। অতএব সে তা কম সংগ্রহ করুক বা বেশি সংগ্রহ করুক।"

সচ্ছল ব্যক্তিকে দান করা নিষিদ্ধ –আব্দুল্লাহ ইবনে উমর এবং আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহুম হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন –"ধনী, নিরভাবী এবং সুস্বাস্থ্য ও শক্তিশালী দেহের অধিকারী ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া বৈধ নয়।"

হাদিসে শুধু তিন শ্রেণীর মানুষের জন্য ভিক্ষা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে নাবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন –"ভিক্ষা করা তিন ব্যক্তি ছাড়া কারোর জন্য বৈধ নয় (১) ধুলা-মলিন নিঃস্ব ভিক্ষুকের জন্য (২) ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি (৩) যার উপর রক্তপন আছে, অথচ সে তা পরিশোধ করতে অক্ষম।"

প্রতারণার বিরুদ্ধে ইসলামী সতর্কতা:–

প্রতারণা (ধোঁকা দেওয়া) ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। প্রতারণা শুধু অর্থনৈতিক নয়, বিশ্বাস, আচরণ ও লেনদেনের ক্ষেত্রেও বড় অপরাধ। এটা সমাজে অবিশ্বাস, ক্ষতি ও অন্যায়ের পরিবেশ তৈরি করে।

পরিশ্রম ও সততা:—

ইসলাম শিক্ষা দেয় — মানুষ যেন নিজের হাতের পরিশ্রমে উপার্জন করে, অন্যের সম্পদ বা আবেগকে প্রতারণার মাধ্যমে দখল না করে।

রাসুল ﷺ বলেছেন —“কেউ তার নিজের হাতের পরিশ্রমের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো ভক্ষণ করেনি।” – (সহিহ বুখারি, হাদিস: ২০৭২)

ভিক্ষাবৃত্তি ও প্রতারণা উভয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও হারাম কাজ। এগুলো থেকে দূরে থেকে পরিশ্রম, সততা ও তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে জীবনযাপন করাই ইসলামী আদর্শ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হালাল উপার্জন ও সৎ পথ অবলম্বনের তাওফিক দিন।

৩.৪ রিজিক-হ্রাস বা বাধা

ইসলাম আমাদের শেখায়–রিজিক (রুজি) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত। তবে মানুষের কিছু কাজ ও আচরণ রিজিকের বরকত কমিয়ে দেয় বা রিজিকের প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। কুরআন ও হাদীস উভয়েই এ বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

১. কুরআনের দৃষ্টিতে রিজিক হ্রাসের কারণসমূহ–

ক. অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যতা

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:—

وَ اِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

“আর যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের আরও বেশি দেব; কিন্তু যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি কঠিন।” – (সূরা ইবরাহীম: ৭)

অকৃতজ্ঞতা ও পাপাচার রিজিকের বরকত হ্রাস করে।

খ. গুনাহ ও অন্যায় আচরণ

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:—

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"তাদের কর্মফলের কারণে স্থলে ও জলে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, যাতে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কিছু কাজের শাস্তি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে ।" – (সূরা রূম: ৪১)

পাপাচার, সুদ, জুলুম, প্রতারণা, মিথ্যা প্রভৃতি রিজিকের পথ সংকুচিত করে দেয়।

গ. নামাজ ও তাকওয়ার অভাব

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:—"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে বের হওয়ার পথ তৈরি করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে রিজিক দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।" – (সূরা আত-তালাক: ২-৩)

তাকওয়া না থাকলে মানুষ আল্লাহর সাহায্য ও রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়।

২. হাদীসের দৃষ্টিতে রিজিক হ্রাসের কারণসমূহ–

ক. পাপাচার ও গুনাহ–

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:—"নিশ্চয়ই মানুষ যে গুনাহ করে, তার কারণে তার রিজিক থেকে বঞ্চিত হয়।" – (ইবন মাজাহ, হাদীস: ৪০২২)

প্রতিটি গুনাহ রিজিকের বরকত কমিয়ে দেয়।

খ. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (কাটরহমি)—

নবী ﷺ বলেছেন:—"যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক বৃদ্ধি পাক ও আয়ু দীর্ঘ হোক, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখুক।" – (বুখারী, মুসলিম)

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করলে রিজিক সংকুচিত হয়।

গ. আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল থাকা–

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

“যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্য সংকীর্ণ জীবন থাকবে।” – (সূরা ত্বাহা: ১২৪)

যিকির ও দোয়া থেকে দূরে থাকা জীবনে রিজিকের সংকট আনে।

ঘ. ধোঁকা ও প্রতারণা– প্রতারণা, মিথ্যা ও অসততা রিজিকের হালালত্ব ও বরকত নষ্ট করে।

৩. রিজিক হ্রাস রোধে করণীয়–
★তাওবা ও ইস্তেগফার বেশি করা
★নামাজ কায়েম রাখা ও তাকওয়া অর্জন
★ সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা বজায় রাখা
★ আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় করা
★যিকির, দোয়া ও আল্লাহর উপর ভরসা রাখা

রিজিক শুধুমাত্র অর্থ-সম্পদ নয়; বরং শান্তি, বরকত ও তৃপ্তিও রিজিকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহভীতি, নৈতিকতা ও সৎ উপার্জনের মাধ্যমে রিজিকের বরকত বাড়ে, আর পাপাচার ও অবাধ্যতা রিজিক হ্রাস করে দেয়।

অধ্যায়-৪ঃ ইসলামে নিষিদ্ধ লেন-দেন এবং উপার্জনসমূহ

ব্যবসায়িক লেনদেন এবং উপার্জনের অন্যান্য পথ -পদ্ধতি অবশ্যই ইসলামিক বিধি-বিধানের আলোকে নির্ধারিত হতে হবে। ইসলামে ইবাদত শুধু নামাজ,কোরআন পাঠ, রোজা রাখা, যাকাত দেয়াতে সীমাবদ্ধ নয় বরং মুমিনের জীবনের সকল কিছু হতে হবে ইসলামের নির্দেশিত পন্থায়। মু'আমালাত, মু'আশারাত-সহ সকল কিছু।ইসলামের নির্দেশিত পন্থায় চলতে হলে ইসলামের অনুমোদিত উপার্জনের খাতসমূহ জানতে হবে, জানতে হবে অনুমোদিত পেশা ও লেনদেনসমূহ সম্পর্কে। আল্লার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু ব্যবসায়ীক লেনদেন থেকে আমাদের বিরত থাকতে বলেছেন। সেগুলো হল হারাম উপার্জনের মাধ্যম। কোন লেনদেন পেশা বা পন্থাকে হারাম করা হয়েছে তার হিকমত বান্দার জানা থাকতে হবে এমনটা জরুরী নয়, তবে মানুষের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে হারাম লেনদেনের নেতিবাচক দিকগুলো বুঝে আসে। সাধারণত এই সকল লেনদেন মানুষকে নেয় ও ইনসাফ থেকে বঞ্চিত করে, অর্থবাজারে অসমতা তৈরি করে, পুরো মানব জাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এই ধরনের হারাম লেনদেনের কারণে আমরা দেখি আজ সমাজে ধনীরা আরো ধনী হচ্ছে এবং গরিবরা হচ্ছে আরো গরিব। ইসলামে লেনদেন ও উপার্জনের ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষের সম্পদ হালাল পথে আসে এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। কুরআন ও সুন্নাহ উভয়েই কিছু নির্দিষ্ট লেনদেন ও উপার্জনের ধরনকে নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করেছেন।

ইসলামিক নিষিদ্ধ লেনদেন সমূহ –

১. রিবা (সুদ)

আল্লাহর বাণী –

অথচ আল্লাহ তা'য়ালা ক্রয় বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।"–(সূরা বাকারাঃ ২৭৫)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন –"আল্লাহ লানত করেছেন সুদখোরের উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর।"

তিনি আরো বলেছেন –"কোন ব্যক্তি জেনে-শুনে এক দিরহাম বা একটি মুদ্রা সুদ গ্রহণ করলে ছত্রিশবার যেনা করার চেয়ে কঠিন পাপ হবে।"

সুদ কত বড় জঘন্য বিষয় তা জানানোর জন্য রহমতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন —"সুদের গুনাহের সত্তরটি স্তর রয়েছে, তার মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে আপন মাকে বিয়ে (মায়ের সঙ্গে যিনা) করা। "

রিবার প্রকারভেদ

সুদ প্রধানত দুই প্রকার। প্রথমটি হল রিবা আল কারয। এটাকে রিবা আন-নাসিয়্যাহও বলা হয়। এই প্রকারের সুদ ঋণের সাথে সম্পৃক্ত। দ্বিতীয় প্রকার হলো রিবা আল বাই। এটাকে রিবা আল ফাদলও বলা হয়। এটা লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত।

রিবা আল-কারযঃ লোন বা ঋণের উপর যে সুদ নির্ধারিত হয়ে থাকে সেটা হল রিবা আল-কারয বা রিবা আন-নাসিয়্যাহ। একে মেয়াদী সুদ বলা যায় অর্থাৎ সময়ের বিনিময় অর্জিত সুদ বা চার্জ। এটার অনেক নাম রয়েছে, রিবা আল-কুরআন ও রিনা আল -জাহিলিয়্যাহ। সময়ের কারণে ঋণের উপর একটি চার্জ নির্ধারিত হয়, আর এই চার্জই হল সুদ। অন্য ভাবে বলতে গেলে সুদী ঋণ বা লোনের ইন্টারেস্ট। যখন একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির কাছ থেকে অর্থ বা সম্পদ ঋণ নেয় এবং নির্ধারিত সময়ের পরে মুল ঋণ বা আসল অর্থের সাথে পূর্ব-নির্ধারিত অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করার চুক্তি করে তখন এই সুদের উৎপত্তি হয়।

রিবা আল-বাইঃ একই দ্রব্য বা পণ্যের অসম বিনিময়ের মাধ্যমে এই সুদের উদ্ভব হয়। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশি পরিমাণ পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হলে পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় রিবা আল ফদল। অসম বিনিময় হতে পারে পন্যের মানের দিক দিয়ে অথবা পণ্যের পরিমাণের দিক দিয়ে। হাদিসের মাধ্যমে এই প্রকার লেনদেন হারাম প্রমানিত হয়েছে বলে একে রিবা আল-হাদিসও বলা হয়।

উবাইদা ইবনুস সামিত রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন — "স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণের সাথে সমান সমান হবে, চাই তা স্বর্ণের পাত হোক বা স্বর্ণের মুদ্রা এবং রুপার বিনিময় রুপার সাথে সমান সমান হবে, চাই তা রুপার পাত হোক বা রুপার মুদ্রা। গমের সাথে গমের বিনিময়, যবের সাথে যবের বিনিময়, খেজুরের সাথে খেজুরের বিনিময় এবং লবণের সাথে লবণের বিনিময় পরিমান ও ওজনে সমান হতে হবে। কেউ অতিরিক্ত দিলে বা নিলে তা সুদ সাব্যস্ত হবে। রুপার বিনিময়ে সোনা আর সোনার বিনিময়ে রুপা বিক্রি করার ক্ষেত্রে পরিমাণে কম বেশি হওয়া দোষণীয় নয়। তবে আদান - প্রদান নগদে হতে হবে,বাকিতে বিনিময় হতে পারবে না। যবের বিনিময়ে গম অথবা যব বিক্রি

করার ক্ষেত্রেও পরিমাণে কম-বেশি হওয়া দোষণীয় নয়, তবে আদান-প্রদান নগদে হতে হবে বাকিতে নয়।"

২. ইস্যুরেন্স (বীমা)

ইন্স্যুরেন্স নিয়ে আলেমগণ ব্যাপক গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন। ইন্সুরেন্সের মধ্যে তিনটি উপাদান রয়েছে, তথা গারার (অনিশ্চয়তা/অস্পষ্টতা/ধোকা), মাইসির (জুয়া/গেম্বলিং) এবং রিবা(সুদ)। এই তিনটি উপাদান বিদ্যমান থাকায় ইন্সুরেন্স সুস্পষ্টভাবে হারাম।

গারার

অজ্ঞতা বা কোন কিছু গোপন করার মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে যখন কোন ব্যক্তি বা দল কোন চুক্তি সম্পাদন করে সেটাকে গাড়ার বলা হয়। এছাড়াও গাড়ার বলতে বোঝায়– যখন কোন চুক্তির ফলাফল অস্পষ্ট, অনিশ্চিত অথবা অজানা থাকে কিংবা দুই বা ততোধিক সম্ভাব্য ফলাফলের মধ্যে একটি হতে পারে এমন অবস্থা বিদ্যমান থাকে। ইন্সুরেন্সের প্রত্যেক চুক্তিতে এই উপাদান রয়েছে। বীমাগ্রহিতা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা প্রিমিয়াম হিসেবে গ্রহণ করে, বিনিময়ে বীমা প্রতিষ্ঠান বীমাগ্রহিতাকে ভবিষ্যৎ ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা দিয়ে যে চুক্তি সম্পাদন করে সেটাকে বীমা চুক্তি বলা হয়। এমন লেনদেন ইসলামে হারাম।

কুর'আনে কারিমায় ইরশাদ হয়েছে–
يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
"হে মুমিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করনা; কেবলমাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা বৈধ।"—(সূরা নিসাঃ ২৯)

মাইসির

মাইসীর হল জুয়ার একটি প্রকার। এটা হল কোন বিনিময় ছাড়া কিছু অর্জন করা, অথবা কাজ ব্যতীত লাভবান হওয়া। যে সকল লেনদেনে আর্থিক লাভবানর সম্পর্ক কাজ বা মুনাফা সাথে না হয়ে কপালের ফল, ভাগ্যের খেলা, অনুমান বা চান্সের উপর নির্ভরশীল হয়-
এমন সকল ব্যবসায়ীক লেনদেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন। বীমা চুক্তিই হলো মাইসির তথা জুয়া, কেননা এখানে একটি সম্ভাব্যতা থাকে সেটা হল যদি দুর্ঘটনা হয় তাহলে বীমা প্রতিষ্ঠান হেরে যাবে, অপরদিকে যদি দুর্ঘটনা না হয় তাহলে বীমা গ্রহিতা

হেরে যাবে। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বীমাপ্রতিষ্ঠান জয়লাভ করে। অন্যদিকে অজ্ঞতা ও প্রতারণার শিকার হয়ে বীমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রিবা

ঋণের উপর প্রদেয় সুদ হল রিবার বহুল প্রচলিত একটি প্রকার, এবং অন্য একটি প্রকার হল দুটি পণ্য বা উপাদানের অসম বিনিময়। ইন্সুরেন্সে উভয় প্রকার সুদের অস্তিত্ব আছে। মূলত এই লেনদেনের লাভ পুরোপুরি সুদের উপর নির্ভরশীল। বীমার কিস্তি নির্ধারণ থেকে শুরু ক্ষতিপূরণ প্রদান পর্যন্ত বিমার সকল স্তরে সুদ রয়েছে। এমনকি অধিকাংশ ইন্সুরেন্স কোম্পানি ব্যাংকের মতো করে লোন দিয়ে বিনিময়ে সুদ নিচ্ছে, আর এটা সুস্পষ্ট রিবা। বর্তমানে প্রচলিত প্রায় সকল ইন্সুরেন্স কোম্পানি প্রিমিয়াম থেকে প্রাপ্ত মোটা অংকের ফান্ড শেয়ার, বন্ড, ট্রেজারি বিল ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করে। যেহেতু গ্রাহকের নিরাপত্তা হলো কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্য তাই তারা গ্রাহকের অর্থ ঝুঁকিমুক্ত খাত হিসেবে পরিচিত বন্ড, ট্রেজারি বিলের মত সিকিউরিটিস-এ বিনিয়োগ করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন স্বর্ণের বিনিময় স্বর্ণ এবং রুপার বিনিময়ে রুপার লেনদেন যদি সমান অনুপাতে না হয় তাহলে তা সুদ হবে।

অতএব কারণে মুসলিমদের জন্য ইন্সুরেন্স হারাম সর্বক্ষেত্রে বিষয়টি এক নয় কোন কোন অবস্থায় বীমা করার অনুমোদন রয়েছে বলে আলিঙ্গন মত দিয়েছেন শর্ত রয়েছে তাই আলেমদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে

৩. ঘুষ আদান-প্রদান

ঘুষ বা অবৈধ সুবিধা গ্রহণ ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। একজন মুসলিম যখন অন্যায়ভাবে টাকা, সুবিধা বা ক্ষমতা অর্জন করে, তখন সে শুধু আল্লাহর নির্দেশনা ভঙ্গ করে না, বরং নিজের রিজিককেও হ্রাস করে। কারণ রিজিক আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ তা বৃদ্ধি করে না বরং হ্রাস ঘটায়।

ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদে বরকত থাকে না। পরিবার ও সমাজে এমন আচরণ অনৈতিক ও অসুরক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি করে। সুন্নাহ অনুসারে, সৎ পথে উপার্জন করলে আল্লাহ সেই রিজিককে স্থায়ী ও বরকতযুক্ত করেন। অতএব, ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান করা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর এবং এটি রিজিক হ্রাসের একটি বড় কারণ।

জীবনের কোন ক্ষেত্রে, কোন সুযোগ পেতে বা সুবিধা নিতে ঘুষ দেয়া হারাম। আর ঘুষ নেয়া তো অবশ্যই সকল অবস্থায় হারাম। কোন কাজি বা বিচারককে বিচারককে ঘুষ যাতে সে গোপন সত্য গোপন করে নেয় বা মিথ্যার সাহায্য নেয় ইত্যাদি হলো কবিরা গুনাহ। কেননা এর ফলে নির্দোষ মানুষের উপর জুলুম করা হবে, তার প্রতি বেইনসাফ করা হবে। এতে ফ্যাসাদ বিস্তার লাভ করে।আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَ لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ وَ تُدۡلُوۡا بِهَاۤ اِلَى الۡحُكَّامِ لِتَاۡكُلُوۡا فَرِيۡقًا مِّنۡ اَمۡوَالِ النَّاسِ بِالۡاِثۡمِ وَ اَنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

"আর তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ অন্যায় ভাবে খেয়ো না এবং তা বিচারকদেরকে ঘুষ হিসেবে প্রদান করোনা। যাতে মানুষের সম্পদের কোন অংশ পাপের মাধ্যমে জেনে বুঝে খেয়ে ফেলতে পার।"—(সূরা বাকারাঃ ১৮৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–"ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের উপরই আল্লাহর লানত।"

তবে যারা ইনসাফ পেতে অথবা সত্য সন্ধান করতে আর কোন পথ না পেয়ে বাধ্য হয়ে ঘুষ দেয় তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিসম্পাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৪. জুয়া

ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে জুয়া বা জুয়ার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ রিজিক হ্রাস করে। কারণ:
* অবৈধ উপার্জন: জুয়া হারাম। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হারাম উপার্জন রিজিককে বরকতমুক্ত ও ক্ষয়প্রাপ্ত করে।
* অস্থিরতা ও ক্ষতি: জুয়া লোভ, চিটিং ও অস্থিরতার কারণ হয়। এতে অর্থ হারানো সহজ হয় এবং উপার্জনের স্থায়িত্ব থাকে না।
* আখিরাতের ক্ষতি: হারাম উপার্জন ব্যক্তি আখিরাতেও ক্ষতির মুখোমুখি হয়।
জুয়া বা লটারির মাধ্যমে অর্থ অর্জন রিজিক হ্রাস করে, বরং হালাল উপায়ে পরিশ্রম ও সততার মাধ্যমে অর্জিত রিজিক বরকতবান হয়।

মক্কায় ইসলাম আগমনের পূর্বে জাহিলিয়াত সমাজে মানুষের মাঝে ব্যাপক আকারে জুয়ার প্রচলন ছিল। জোয়ার ছিল বিভিন্ন প্রকার। যার মধ্যে একটি হল দশ জন সমান টাকা দিয়ে

একটি উট কিনত, তারপর একটি খোলা প্রান্তরে সমবেত হয়ে তীর নিক্ষেপ করত। বিজয়ী হত সাত জন ব্যাক্তি এবং তারা নিজ নিজ স্কোর অনুযায়ী উটে মালিকানার অংশ পেত। বাকি তিন জন খালি হাতে ময়দান ত্যাগ করত।

বর্তমানে নব্য জাহিলিয়াতের সমাজে জুয়া আরো বেশি প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। জুয়ার তৈরি হয়েছে অসংখ্য প্রকার।লটারি ও র‍্যাফেল ড্র হলো যার মধ্যে অন্যতম। এগুলোতে মানুষরা প্রথমে টাকা দিয়ে টিকেট কিনে। এরপরে র‍্যাফেল ড্র হয়। এভাবে টিকেটের নাম্বার অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এটা সম্পূর্ণ হারাম। যদি অনুদানের নিয়তেও এটা করা হয় তাও হারাম। আমাদের সমাজে এই হারাম এক শক্ত ভাবে স্থান করে নিয়েছে। জুয়ার আরেকটি আধুনিক প্রকার হল ইন্সুরেন্স যেমনঃ জীবন বীমা, অন্যের বীমা, কার-বাইক ইত্যাদির ইন্সুরেন্স চুরি ও আগুনের বীমা ইত্যাদি। শত রকমের বীমা রয়েছে। এমনকি কোন গায়ক তার কন্ঠেরও বিমা করতে পারে। এগুলো সবই হল জুয়ার একটি প্রকার। বর্তমান যুগে জুয়ার আসর বসার জন্য সুন্দর এবং বিলাসবহুল ক্লাব তৈরি হয়েছে। এগুলোকে ক্যাসিনো বলা হয়। সেখানে থাকে গ্রীন টেবিল (রুলেট টেবিল)। সব কিছু তৈরি করা হয়েছে যাতে মানুষ সহজে পাপে লিপ্ত হতে পারে। জুয়ার আরেক প্রকার হলো ব্যাটিং। হর্স রেস, ফুটবল, ক্রিকেট, ফ্রুট মেশিন সহ বিভিন্ন ধরনের খেলায় বাজি ধরা হয়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

" হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ (সকলপ্রকারের মাদক দ্রব্য), জুয়া, প্রতিমার বেদি ও জুয়ার তীর অপবিত্র, এসব শয়তানি কাজ। সুতরাং এসব পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার।"—(সূরা মায়িদাঃ ৯০)

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মদ, জুয়া ও সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র হারাম করেছেন।"

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–"পিতা- মাতার অবাধ্য সন্তান, জুয়া ও লটারিতে অংশগ্রহণকারী, খোটাদানকারী এবং সর্বদা মদপানকারি জান্নাতে যাবে না।"

অন্যত্র এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–"তোমাদের কেউ যদি কসম করে এবং লাভ ও উযযার কসম করে, তবে সে যেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলে। আর যদি কেউ তার সঙ্গীকে বলে, এসো আমরা জুয়া খেলি, তবে সে যেন সাদাকাহ করে।"

৫. ছবি, প্রতিমা ও ভাস্কর্যের ক্রয়-বিক্রয়

ইসলামে উপার্জনকে পবিত্র ও হালাল উপার্জনের মাধ্যমে বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রিজিক শুধু অর্থই নয়, এটি জীবনের সব ধরনের বরকত ও সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। তাই প্রতিদিনের জীবনে আমরা যেকোনো ব্যবসা বা লেনদেনের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

ছবি, প্রতিমা ও ভাস্কর্য বানানো, বিক্রি বা ক্রয় করার বিষয়টি ইসলামে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। হাদিসে এসেছে যে, এমন জিনিসপত্র বানানো ও ব্যবসা করা যা আল্লাহর প্রতীককে বিকৃত করে বা শরীকতার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, তা নিষিদ্ধ। সুতরাং, যারা এই ধরনের ব্যবসায় লিপ্ত হয়, তারা আল্লাহর বরকত থেকে বঞ্চিত হতে পারে এবং তাদের রিজিক হ্রাস পেতে পারে।

এছাড়াও, যদি ছবি বা ভাস্কর্যের ব্যবসা অবৈধ উদ্দেশ্যে হয়, যেমন অশ্লীল বা অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করে, তবে এটি আরও বেশি ক্ষতিকর। হালাল ও সঠিক উপায়ে ব্যবসা করা হলে রিজিকে বরকত আসে, আর অবৈধ বা নিষিদ্ধ ব্যবসায় প্রবেশ করলে রিজিক হ্রাস পায়। এটি একটি স্পষ্ট শিক্ষা যে, জীবনের সব ধরনের উপার্জন আল্লাহর অনুমোদিত পথে হলে বরকতপূর্ণ হয়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি, প্রতিমা ভাস্কর্য এবং পূজার উদ্দেশ্যে তৈরি করা ছবি বা চিত্র বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ভাস্কর্য হল কোন প্রাণীর নকল রূপ বা হুবহু নকল উপস্থাপন। ভাস্কর্য বা ছবি ক্রয় বিক্রয় ইসলামে হারাম এবং তা থেকে অর্জিত টাকাও হারাম। অনুরূপভাবে অনৈতিক ও অশ্লীল মুভি, ড্রামা বিশেষত পর্ণগ্রাফিক ভিডিও ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। এটা তৈরি করা, রেকর্ড করা সরবরাহ করা সবই ভয়ংকর গুনাহের শামিল।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছবি অঙ্কনকারীর ওপর লানত করেছেন। তিনি আমাদের সাবধান করে বলেছেন যে ছবি অঙ্কনকারীরা বিচার দিবসে অত্যন্ত ভয়াবহ শাস্তি পাবে। ছবি যুক্ত ম্যাগাজিন বা বই বিক্রি করাও হারাম, বিশেষ করে এমন ম্যাগাজিন বিক্রি করা যার মধ্যে অশালীন ও অশ্লীল যথা নগ্ন নারীর ছবি বা চিত্র থাকে।

অর্থাৎ নিষিদ্ধ কিছুর ছবি বা চিত্র সম্বলিত বই, পুস্তক, ম্যাগাজিনো বিক্রি করা যাবে না। কারণ এর ফলে সমাজে ফিতনা ও ফাসাদ বিস্তার লাভ করব।

অতএব যে সকল বস্তু বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে দোকান দিলো, সে যেন আল্লাহর নাফরমানি করার জন্য দোকান খুললো। সে এমন এক স্থান তৈরি করেছে যেখানে আল্লাহর আদেশের লঙ্ঘন করা হবে। এটা দিয়ে সে হারাম অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করেছে। সে ফিতনার স্থান কায়েম করেছে। ফিতনা ও ফাসাদ সমাজে প্রসার করার জন্য সে শয়তানের সাহায্য করেছে, মূলত এমন দোকান হলো শয়তানের দুর্গ। আর ইসলামিক ইমারতের উপর এই সকল দুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া ওয়াজিব।

৬. নিষিদ্ধ পণ্য-দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়

আল্লাহ যখন কোন কিছুকে হারাম করেন তখন তা থেকে উপার্জিত অর্থকেও হারাম করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত পশু, খামর (নেশাজাতীয় দ্রব্য যেমন মদ), শূকর এবং মূর্তি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। মৃত পশু খাওয়া যেমন নিষিদ্ধ, তা বিক্রি করাও নিষিদ্ধ, তা অন্য কোন কাজে লাগানো নিষিদ্ধ। খামর বিক্রি করারও একই মাসালা। খামর বলতে বুঝায় নেশা জাতীয় দ্রব্য, আর সকল নেশা জাতীয় দ্রব্যই হারাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–"প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তুই হল খামর; আর প্রত্যেক খামরই হারাম।"

আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খামর-এর সাথে জড়িত দশ প্রকার লোকের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। সহিহ হাদিসে এসেছে, আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–"মদের সাথে সম্পৃক্ত দশ শ্রেণীর লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশম্পাত করেছেন। এরা হলো মদ তৈরিকরী, মদের ফরমায়েশকারী, মদ পানকারী, মদ বহনকারী, যার জন্য মদ বহন করা হয়, মদ পরিবেশনকারী, মদ বিক্রয়কারী, এর মূল্য ভোগকারী, মদ ক্রেতা এবং যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন —অবশ্যই আমার উম্মতের একদল মদপানে লিপ্ত হবে। (ব্যবসার সুবিধার্থে) মদের নামকে তারা পরিবর্তন করে দেবে। তাদের মাথার ওপর গান বাজনা এবং নর্তকীদের নৃত্যানুষ্ঠান শোভা পাবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে মাটির নিচে ধ্বসিয়ে দেবেন। কতিপয়কে বানর-শুকরে পরিবর্তন করে দেবেন।

এর চাইতে ভয়াবহ হল কোন মাদকদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করা। হাসিস, আফিম ইত্যাদি জাতীয় ড্রাগ বিক্রি করা হলো কবিরা গুনাহ।। এ ধরনের ড্রাগ সেবন আমাদের সমাজে অনেক বেড়ে গেছে, এটা মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। ড্রাগস সেবনের ফলে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছে। মাদক হল এক ধরনের ধ্বংসাত্মক অস্ত্র। যারা ড্রাগস বিক্রি, বিতরণ বন্টন এবং প্রচার প্রসারের সাথে যুক্ত রয়েছেন, তারা সকলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের উপর লানত করেছেন তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং এই ধরনের লেনদেন থেকে অর্জিত অর্থ সম্পদ হলো সর্বাধিক মন্দ উপার্জন। তাছাড়া এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের হত্যা করা উচিত কেননা তারা সমাজে অনিষ্ট অন্যায়, ফাসাদ সৃষ্টি ও প্রসার করছে। সিগারেট এবং ক্বাআত বিক্রয়কারীদের জন্যও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সিগারেট সেবনের ফলে বিভিন্ন রকমের রোগ ব্যাধি হয়ে থাকে। আসলে,খুবসের (নোংরা বস্তুর) সকল বৈশিষ্ট্য সিগারেটের মধ্যে রয়েছে।একে তো ধূমপানে কোন উপকারিতা নেই আবার এর ফলে অনেক অধূমপায়ী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিশ্চয়ই ধূমপানকারী ব্য ব্যক্তিরা হল এমন ব্যক্তি যাদের মুখ হতে সবচেয়ে খারাপ দূর্গন্ধ বের হয়, তারাই হলো মজলিসের উপস্থিতিদের মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত ও নোংরা ব্যক্তিবর্গ। ধূমপান অনেক রোগ ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অসংখ্য মানুষ ধূমপানের ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। অনেকের মৃত্যু হয়েছে অনেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বেঁচে আছে।

রিজিক এমন কিছু নয় যা আল্লাহর বিধান অমান্য করে অর্জন করা যায়, বরং রিজিক হল এমন বিষয় যা আল্লাহর দেখানো পথে চলে অর্জিত হয়.আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আপনার জন্য যে রিযিক নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা অবশ্যই আপনার কাছে আসবে, সেটার জন্য আপনাকে হারামে জড়াতে হবে না। আল্লাহর দেখানো পথে রিযিক অনুসন্ধান করেন তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার উপর করুনার আঁধার বর্ষণ করবেন।

৭. প্রতারণা মূলক ব্যবসা

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও স্বচ্ছতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনো পণ্যের মান, পরিমাণ বা মূল্য সম্পর্কে মিথ্যা বলা, ভেজাল দেওয়া, গুপ্ত শর্ত বা প্রতারণার মাধ্যমে লেনদেন করা—এসবই প্রতারণামূলক ব্যবসার লক্ষণ। এমন ব্যবসায় ব্যক্তি অল্প সময়ে লাভ করলেও দীর্ঘমেয়াদে আল্লাহর বরকত হারায় এবং মালের সঙ্গে জীবনের অন্যান্য অনুষঙ্গও সংকুচিত হয়—এই ধারণা কুরআন ও সুন্নাহয় স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়।
প্রতারণার ফলাফল কেবল ব্যক্তিগত আর্থিক ক্ষতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি সমাজে অনৈতিকতা, বিশ্বাসহীনতা ও সম্পর্কের ভেঙে পড়ার কারণ হয়। যখন ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে বিশ্বাস নষ্ট হয়, ব্যবসায়িক সম্পর্ক দুর্বল হয় এবং বাজারে স্থায়ী উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়। আল্লাহ

তাআলা যে রিজিক দিয়েছেন, যদি মানুষ ঘুষ, প্রতারণা বা অন্যায়ভাবে তা আহরণ করে, তবে সেই রিজিকে বরকত থাকে না–অর্থাৎ মাল থাকলে থাক, তার মুশকেল, অসন্তোষ ও ক্ষয়-ক্ষতি থাকে বেশি।
যখন আপনি কোন ক্রুটিযুক্ত পণ্য ক্রেতাকে না জানিয়ে বিক্রি করেন দোষ ক্রুটি জানা সত্ত্বেও ক্রেতার নিকট লুকিয়ে আপনি ক্রেতাকে ধোকা দিয়েছেন এটা হল প্রতারণা চাতুরী ও ধোঁকাবাজি। ইসলামিক এই ধরনের লেনদেন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিক্রির সময় ক্রেতাকে পণ্যের অবস্থা যথাযথভাবে জানিয়ে দেয়া বিক্রেতার জন্য আবশ্যক। যদি বিক্রেতা জেনে বুঝে কিছু লুকায় তা হবে প্রতারণাপূর্ণ লেনদেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–"ক্রেতা ও বিক্রেতার একজন আরেকজন থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত খিয়ার থাকবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং পণ্যের দোষ ক্রুটি বর্ণনা করে দেয় তবে তাদের কেনা বেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা কেনা বেচার মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ ক্রুটি গোপন রাখে তবে তাতে বরকত থাকবে না।"

হে আল্লাহর বান্দাগণ আমাদের উচিত একে অপরের প্রতি কল্যাণকামী হওয়া। আবু রুকাইয়াহ তামিম ইবনে আওস আদ-দারি রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন —"দ্বীন হচ্ছে উপদেশ বা কল্যাণ কামনা।"

আমরা সাহাবীগণ বললাম, "কার জন্য হে আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন —"আল্লাহর জন্য,তাঁত কিতাবের জন্য, তার রাসূলের জন্য, মুসলিমদের নেতা (ইমাম) এবং সমস্ত মুসলিমদের জন্য।"

একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন দোকানীর খাদ্যস্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি খাদ্যস্তূপে তাঁর মোবারক হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখলেন হাত ভিজে গেছে। তখন তিনি বললেন —"হে খাদদের মালিক! ব্যাপার কি?

উত্তরে খাদ্যের মালিক বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, বৃষ্টিতে তা ভিজে গেছে।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন —"তাহলে ভেজা অংশটা শস্যের উপরে রাখলে না কেন? যাতে ক্রেতারা তা দেখে ক্রয় করতে পারে। নিশ্চয়ই যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়।"

সুতরাং মুসলিমরা অবশ্যই পরস্পরের প্রতি কল্যাণ কামনা করবে। তাই অন্য মুসলিমের সাথে ধোঁকাবাজি ছলচাতুরী ও প্রতারণা করা যাবে না।

৮.দামের ওপর দাম করা

দামের উপর দাম করা বিক্রয় ক্ষেত্রে যেমন নিষিদ্ধ ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। ক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি ক্রেতা এবং দোকানীর মাঝে দরদাম চলতে থাকে, এবং দোকানী তাকে কয়েকদিনের সময় দেয়, তখন অন্য কোন ক্রেতা দোকানীকে প্রস্তাব করতে পারবে না যে, 'ওই ক্রেতার চেয়ে বেশি দাম দিয়ে আমি তা ক্রয় করব, তাকে না দিয়ে আমার নিকট বিক্রি করুন। এমন বলা যাবে না এটা হারাম। এক্ষেত্রেও ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এভাবে অন্যের অধিকার নষ্ট করা হয় এবং একে অপরের মাঝে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।যখন প্রথম ক্রেতা এসে জানতে পারে তার লেনদেন আপনার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তখন তার অন্তরে আপনার প্রতি অসন্তোষ, বিদ্বেষ এবং তীব্র ঘৃণার জন্ম হয়, কেননা আপনি তার উপর জুলুম করেছেন।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَ تَعَاوَنُوۡا عَلَی الۡبِرِّ وَ التَّقۡوٰی ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوۡا عَلَی الۡاِثۡمِ وَ الۡعُدۡوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِیۡدُ الۡعِقَابِ

"সৎ কাজ করতে ও সংযমী হতে তোমরা পরস্পরকে সাহায্য কর। তবে পাপ ও শত্রুতার ব্যাপারে তোমরা একে অপরকে সাহায্য করোনা। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।"—(সূরা মায়িদাঃ ২)

আব্দুল্লাহ ইবনু উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–"তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয় না করে।"

৯.বাদ্য যন্ত্রের ক্রয়-বিক্রয়

সকল প্রকারের বাধ্য-যন্ত্র, আধুনিক যুগের গিটার, ভায়োলিন, পিয়ানো থেকে শুরু করে প্রাচীনকালের একতারা তবলা ইত্যাদি সকল প্রকার যন্ত্র ক্রয়-বিক্রয় করা ব্যবহার করা ইসলামে নিষিদ্ধ। ইসলাম এমন ধরনের সকল যন্ত্র ধ্বংস করা বাধ্যতামূলক করেছে। যেখানে ইসলাম মুসলিম ভূমিতে এমন যন্ত্রের কোন অস্তিত্ব থাকাটাই নিষেধ করেছে,এমতাবস্থায় কি করে মুসলিমরা এ সকল যন্ত্রের ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে? কি করে তা থেকে রিজিক অর্জন করতে পারে? এটা ইসলামে সুস্পষ্ট হারাম।

এমনকি গান বাজনার ক্যাসেট নয় করাও হারাম। অনৈতিক অশালীন গান বাজনার সিডি, ক্যাসেট, টেপ বিক্রি করা ইসলামে হারাম। যদি টেপে এমন গান থাকে যাতে ছেলে ও মেয়ের কণ্ঠের সাথে বাজনা সংযুক্ত রয়েছে। অথবা তাতে খারাপ, অশালীন, অনৈতিক অশ্লীল কথা রয়েছে তাহলে তা শোনা, রেকর্ড করা, তৈরি করতে সাহায্য করা এবং বিক্রি করা সবই ইসলামে হারাম এবং তা থেকে টাকা উপার্জন করা হবে অবৈধ এবং নিষিদ্ধ।

১০. নাজাশ লেনদেন

আন-নাজাশ হল ক্রয়ের নিয়ত ছাড়া শুধু পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দামাদামি করা এবং পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে বলা। ধরুন আপনি বিক্রয়ের জন্য একটি পণ্য উপস্থাপন করেছেন এবং একজন ব্যক্তি এসে পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দরদাম করে পণ্যের দাম বাড়াতে থাকে এবং যাতে করে ক্রেতা ধোঁকায় পড়ে বেশি দামে ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এটা হল বিশ্বাসঘাতকতা। মুসলিমদের প্রতারণা করা, মিথ্যা ও ঠকবাজী করা। যে এমন করবে তাকে অবশ্যই হাশরের ময়দানে আল্লাহর নিকট জবাব দিতে হবে। তা যখন ক্রেতা বিক্রেতাকে পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, তিনি কত দিয়ে পণ্য কিনেছেন, তপন বিক্রেতার করনীয় হল সত্য মূল্য বলে দেয়া, দাম সম্পর্কে মিথ্যা না বলা। ফিকহবিদদের মতে আরেক প্রকারের নাজাশ রয়েছে। এটা হয় যখন বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, "আমি এই পণ্য এত এত দামে কিনেছি।" আসলে সে মিথ্যা বলেছে, যাতে ক্রেতা ঠকে যায় এবং চড়া মূল্যে তা ক্রয় করে। অথবা যখন বিক্রেতা বলে, "পণ্যের এত দাম উঠেছে" বা "এত দামে আমি এটা বিক্রি করেছি" ইত্যাদি, এসব মিথ্যা কথা। সে মানুষকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে বলে। এই সকল কাজ নাজাশের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এটা হারাম ঘোষণা করেন। তিনি বলেন–" তোমরা পরস্পর নাজাশ, (ক্রেতাকে ঠকানোর জন্য দ্রব্যের দরদাম) কর না।"

১১. কাজ করিয়ে শ্রমিককে পারিশ্রমিক না দেয়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত পারিশ্রমিক প্রদান করতে জোর তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন– "তোমরা শ্রমিককে শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"
আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ

"যারা ওজনে কম করে, তাদের জন্য দুর্ভোগ।" –(সূরা মুতাফফিফিনঃ ১)

যথাযথ সময়ে এবং যথাযথ পরিমাণে শ্রমিক, স্টাফ, কর্মচারী বা দিনমজুর ইত্যাদিদের বেতন বা মজুরি পরিষদ না করা হল সত মহা জুলুম যা আমাদের সমাজে অবরোহ চলছে শ্রমিকদের প্রতী জুলুমের বিচিত্ররূপ রয়েছে যেমন —

★যথাযথ কাজ করার পর দেখা যায় শ্রমিকের কাছে যদি স্বীয় কাজ সম্পন্ন করার কোন প্রমাণ না থাকে তখন মালিক কর্তৃপক্ষ তার পাওনাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে শ্রমিক দুনিয়াতে বঞ্চিত হলেও আখিরাতে বঞ্চিত হবে না। কিয়ামতের দিন জালিমের পুণ্য থেকে মাজলুমের পাওনা পরিশোধ করা হবে। পাওনা পরিশোধের জন্য জালিমের পুণ্য যদি কম পড়ে, তাহলে মাজলুমের পাপ জালিমের ঘাড়ে চাপানো হবে। অতপর জালিমকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

★অনেক নিয়োগকর্তা দেশ-বিদেশ থেকে নির্দিষ্ট বেতন বা মজুরির চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করে থাকে। তারপর তারা যখন কাজে যোগদান করে তখন সে একতরফাভাবে চুক্তিপত্র পরিবর্তন করে বেতন বা মজুরির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

১২. ঈনাহ পদ্ধতির লেনদেন

এই লেনদেনে বিক্রেতা প্রথমে পণ্য কারোর নিকট ধারে অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রি করে, এবং পরে উক্ত পণ্য ক্রেতার কাছ থেকে নগদে কম মূল্যে পুনরায় ক্রয় করে নেয়। নির্ধারিত সময় হলে প্রথম ক্রেতা পূর্ব নির্ধারিত অতিরিক্ত মূল্য প্রথম বিক্রেতাকে প্রদান করে। এখানে দুই বার লেনদেন হয়েছে। একবার বাকিতে আরেকবার নগদে। ধারের অতিরিক্ত মূল্য থেকে নগদ মূল্যের বিয়োগফল হল সুদ। এটাকে বলে ঈনাহ লেনদেন। ঈনাহ শব্দটি এসেছে ঈন থেকে যার অর্থ 'একই' । একই পণ্য দু-বার বিক্রি হয়েছে বলে এটাকে ঈনাহ বলা হয়। আসলে পরস্পরের মধ্যে সুদী লেনদেনকে জায়েজ করার চেষ্টায় এই লেনদেনের প্রচলন হয়। এই বেচাকেনায় পণ্য হস্তগত করা উদ্দেশ্য থাকে না, বরং বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ বস্তুটি ক্রেতার কাছ থেকে কিনে নেয় বা ক্রেতা বিক্রেতার কাছ বিক্রি করে দেয়। যেহেতু এটাতে সুদ রয়েছে তাই ইসলামে এটা হারাম।

১৩. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা

ইয়াস ইবনু আবদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, —"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বিক্রি করা নিষেধ করেছেন।"

১৪. কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,— "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবঞ্চনামূলক বিক্রি এবং কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে বিক্রি নিষেধ করেছেন।"

১৫. কুকুরের মূল্য, পতিতা এবং গণকের উপার্জন

আবু মাসউদ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, পতিতার উপার্জন এবং গণকের পারিতোষিক নিষিদ্ধ করেছেন।"

১৬. অসৎ উদ্দেশ্যে খাদ্য মজুদ রাখা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "জঘন্য অপরাধি ছাড়া কেউই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মূল্য বৃদ্ধির আশায় গুদামজাত করে না।"

১৭. অনিশ্চিত বিক্রয়

বেশি পানিতে থাকা অবস্থায় মাছ বিক্রি করা, গাভী বা উটের স্তনের দুধ বিক্রি করা, পশুর পেটের অভ্যন্তরীণ বাচ্চা বিক্রি করা এবং কোন খাদ্য স্তুপ অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা ইত্যাদি এই ধরনের জিনিস যা অনিশ্চিত তা বিক্রি করা জায়েজ নয়।

হে আল্লাহ! আপনি যা হালাল করেছেন তা আমাদের জন্য যথেষ্ট করে দিন। শুধুমাত্র আপনার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখাই আমাদের জন্য যথেষ্ট করে দিন। আমাদের পর্যাপ্ত রিজিক দান করুন। আমাদের ক্ষমা করে দিন। আমাদের প্রতি রহম করুন এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি হলেন তাওবা তাওবাকবুলকারী এবং দয়াশীল।

অধ্যায়-৫ঃ রিজিক বৃদ্ধির আমল

রিজিক (রুজি বা জীবিকা) আল্লাহ তা' য়ালার এক মহামূল্যবান নেয়ামত। তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির জন্য রিজিক নির্ধারণ করেছেন। তবে মানুষের রিজিকে বরকত ও বৃদ্ধি পেতে পারে বা কমে যেতে পারে — তা নির্ভর করে তার আমল, নিয়ত ও আচরণের ওপর। কুরআন ও হাদীসে রিজিক বৃদ্ধি ও বরকত অর্জনের জন্য কিছু বিশেষ আমল ও উপদেশ বর্ণিত হয়েছে।যার মধ্যে অন্যতম হল–

১. ক্ষমা প্রার্থনা করা

মানুষ পাপ ও ভুলত্রুটিমুক্ত নয়। প্রতিদিনই আমরা জেনে বা না জেনে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তিনি তাঁর বান্দার জন্য তওবা ও ইস্তিগফারের দরজা সবসময় খোলা রেখেছেন। ইসলামের শিক্ষা হলো–যে ব্যক্তি নিয়মিত ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন, তার দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন এবং রিজিকের দরজা খুলে দেন।

প্রথম আমল হলো মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা। নুহ আলাইহিস সালাম তার কাওমকে উদ্দেশ্য করে বলেন,—

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۙ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ؕ

"অতঃপর বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তা নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন। তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন, তোমাদের জন্যে উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্যে নদী-নালা প্রবাহিত করবেন।" —(সূরা নুহঃ ১০-১২)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা রিজিক বৃদ্ধির মাধ্যম। বৃষ্টি, সম্পদ, সন্তান, উদ্যান ও নদী–সবই রিজিকের প্রতীক। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, নিয়মিত ইস্তিগফারকারীকে তিনি এসব নিয়ামত দান করবেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– "যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার করে, আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেক দুঃখ থেকে মুক্তির পথ তৈরি করে দেন, প্রত্যেক সংকট থেকে পরিত্রাণ দেন এবং তাকে এমন

জায়গা থেকে রিজিক দান করেন যেখান থেকে সে কল্পনাও করতে পারে না।” – (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৩৮১৯)

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, ইস্তিগফার শুধু পাপ মোচনের জন্য নয়, বরং তা জীবনের সমস্যার সমাধান ও রিজিক বৃদ্ধিরও মাধ্যম।

ইস্তিগফারের গুরুত্বঃ

ইস্তিগফার মানুষকে আত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহর রহমত লাভের পথ প্রশস্ত করে। পাপ রিজিকের পথে বাধা সৃষ্টি করে; কিন্তু ক্ষমা প্রার্থনা সেই বাধা দূর করে দেয়। যেমন মেঘ সূর্যালোককে আড়াল করে রাখে, তেমনি পাপ রিজিকের আলোকে ঢেকে ফেলে। আর ইস্তিগফার সেই মেঘ সরিয়ে দেয়।

ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া:

“أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِن كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ”

অর্থ: “আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে সমস্ত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।”

এই দোয়াটি নিয়মিত পড়লে আল্লাহ তাআলা বান্দার গুনাহ ক্ষমা করেন, তার অন্তরকে শান্ত করেন এবং জীবনে বরকত দান করেন।

রিজিক বৃদ্ধি আল্লাহর হাতে, কিন্তু আল্লাহ নিজেই আমাদের শেখিয়েছেন কীভাবে সেই রিজিকের দরজা খুলতে হয়–তা হলো ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে। যিনি নিয়মিত তওবা করেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন, তাঁর রিজিকে বরকত দেন এবং জীবনের দুঃখ দূর করে দেন।

সুতরাং, আমাদের উচিত প্রতিদিন অন্তত কয়েকবার “আস্তাগফিরুল্লাহ” বলা, তওবা করা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া। কেননা ক্ষমা প্রার্থনা রিজিক বৃদ্ধির অন্যতম কার্যকর মাধ্যম এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চাবিকাঠি।

২. রিযিকের জন্য দোয়া করা

রিজিক (জীবিকার ব্যবস্থা) মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে ইসলামে শেখানো হয়েছে যে, রিজিক শুধু চেষ্টা-পরিশ্রমের ফল নয়, বরং এটি আল্লাহর কৃপা ও দোয়ার বরকতেও বৃদ্ধি পায়। তাই মুমিন ব্যক্তি

রিজিকের জন্য সর্বদা দোয়া করে, কারণ দোয়া আল্লাহর রহমত আহ্বান করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।দোয়া, সৎকর্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে আল্লাহ রিজিক বৃদ্ধি করেন।

দ্বিতীয় আমল হল আল্লাহর কাছে রিজিকের দোয়া করা, যেভাবে আমাদের পূর্ববর্তীরা দোয়া করেছিলেন। ঈসা আলাইহি সালাম হলেন এর সর্বোত্তম উদাহরণ। আপনি যখন আল্লাহর নিকট দোয়া করেন তখন বলেন–

وَ ارۡزُقۡنَا وَ اَنۡتَ خَیۡرُ الرّٰزِقِیۡنَ

"আমাদেরকে রিজিক প্রদান করুন, বস্তুত আপনিতো সর্বোত্তম জীবিকা প্রদানকারী।" –(সূরা মায়িদাহঃ ১১৪)

আল্লাহর কাছে রিজিকের প্রস্ততা এবং রিজিকের সংকীর্ণতা থেকে বাঁচার দোয়া করতে হবে। আবু সাঈদ আল-খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন– "একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করে সেখানে আবু উমামাহ নামক এক আনসারী সাহাবীকে দেখতে পান। তখন তাকে বললেন– 'হে আবু উমামাহ! কি ব্যাপার! আমি তোমাকে সালাতের ওয়াক্ত ছাড়া মসজিদে বসে থাকতে দেখছি?

তিনি বললেন সীমাহীন দুশ্চিন্তা ও ঋণের বোঝার কারণে হে আল্লাহর রসূল!' তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– 'আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দেবো না, তুমি তা বললে আল্লাহ তোমার দুশ্চিন্তা দূর করবেন এবং তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন?'

তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন– "তুমি সকাল সন্ধ্যায় বলবেঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা থেকে আশ্রয় চাই আমি আশ্রয় চাই। আমি আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা হতে, আপনার কাছে আশ্রয় চাই ভীরুতা ও কার্পণ্য হতে, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চায় ঋণের বোঝা ও মানুষের রোষানল হতে।"

আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি তাই করলাম। ফলে মহান আল্লাহ আমার দুশ্চিন্তা দূর করলেন এবং আমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থাও করে দিলেন।'

অন্যত্র তিনি বলেন, "যখন আমি এই দোয়া করি আল্লাহ আমার চিন্তা- পেরেশানি দূর করেন এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।"

বৃষ্টির জন্য যে সালাত (সালাতুল ইসতিসকা) পড়া হয় তাতেও আল্লাহর কাছে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণের দোয়া করা হয় — "হে আল্লাহ! আমাদেরকে মেঘের মাধ্যমে এমন বৃষ্টির পানি দান করুন যা সুপেয়, ফসল উৎপাদনকারী, কল্যাণকর, যা ক্ষতিকর নয়, শীঘ্রই আগমনকারী; বিলম্বকারী নয়।

সুলাইমান আলাইহিস সালাম দোয়া করেন —

رَبِّ اغۡفِرۡ لِیۡ وَ هَبۡ لِیۡ مُلۡکًا لَّا یَنۡۢبَغِیۡ لِاَحَدٍ مِّنۡۢ بَعۡدِیۡ ۚ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ

"হে আমার পালনকর্তা! আমাকে মাপ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।" –(সূরা সোয়াদঃ ৩৫)

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয়, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে দোয়া করে, আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন। আর রিজিকও আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। তাই রিজিকের জন্য দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাকে রিজিকের প্রাচুর্য দান করেন।

রিজিক বৃদ্ধির জন্য কিছু দোয়া–

"اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك."

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে তোমার হালাল দ্বারা হারাম থেকে বাঁচাও এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে অন্যদের প্রয়োজন থেকে মুক্ত রাখো।–(তিরমিজি, হাদীস: ৩৫৬৩)

"اللهم ارزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً من غير كدٍّ ولا مشقة."

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে কষ্ট ও দুঃখ ছাড়া প্রশস্ত, হালাল ও পবিত্র রিজিক দান করো।

রিজিক বৃদ্ধি আল্লাহ তাআলার হাতে। তবে বান্দা যদি আন্তরিকভাবে দোয়া করে, ইস্তিগফার করে, পাপ থেকে বিরত থাকে এবং হালাল উপার্জনের চেষ্টা করে, তাহলে আল্লাহ তার রিজিকের দরজা খুলে দেন। দোয়া শুধু মুখের কথা নয়; এটি বিশ্বাস, আশা ও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার প্রতীক। দোয়া, সৎকর্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে আল্লাহ রিজিক বৃদ্ধি করেন।

সুতরাং, আমাদের উচিত প্রতিদিন রিজিকের জন্য দোয়া করা, কারণ দোয়া রিজিক বৃদ্ধি ও জীবনে বরকতের চাবিকাঠি।

৩. আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা

মানুষের জীবনের প্রতিটি প্রাপ্তি, প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি সুখ-সুবিধা আল্লাহরই অনুগ্রহ। তাই একজন মুমিনের কর্তব্য হলো সর্বদা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং তাঁর দানকে স্মরণ রাখা।

কৃতজ্ঞতা শুধু মুখে "আলহামদুলিল্লাহ" বলা নয়; বরং আল্লাহর দানকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা, হারাম পথে ব্যয় না করা এবং তাঁর আদেশের প্রতি অনুগত থাকা–এগুলোও কৃতজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত। যখন মানুষ আল্লাহর দানকে স্বীকার করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্য তা কাজে লাগায়, তখন আল্লাহ তাঁর প্রতি আরো অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।

রিজিক শুধু অর্থ বা ধন-সম্পদ নয়; বরং স্বাস্থ্য, শান্তি, পরিবার, জ্ঞান ও ইমানও রিজিকের অন্তর্ভুক্ত। কৃতজ্ঞ বান্দার জীবন আল্লাহর দয়া ও বরকতে পূর্ণ থাকে। কৃতজ্ঞতা মানুষকে অহংকার ও হিংসা থেকে মুক্ত রাখে এবং তাওয়াক্কুলের পথে পরিচালিত করে।

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য থাকাও রিজিক বৃদ্ধির সহায়ক। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَ اِذۡ تَاَذَّنَ رَبُّكُمۡ لَئِنۡ شَكَرۡتُمۡ لَاَزِیۡدَنَّكُمۡ وَ لَئِنۡ كَفَرۡتُمۡ اِنَّ عَذَابِیۡ لَشَدِیۡدٌ

"যখন তোমাদের রব ঘোষণা করেন, তোমরা কৃতজ্ঞ ভুলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব, আর অকৃতজ্ঞ বলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" –(সূরা ইব্রাহীমঃ ৭)

এই আয়াত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা রিজিক বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম। তাই একজন মুমিনের উচিত প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা–সুবিধায় আনন্দে এবং কষ্টে ধৈর্যের সাথে।

সবশেষে বলা যায়, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে রিজিক বৃদ্ধি পায়, হৃদয় প্রশান্ত হয়, এবং জীবনে বরকত আসে। আল্লাহ তায়ালা যেন আমাদের সবাইকে কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

৪. সালাত

সালাত ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে অন্যতম এবং মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠ ইবাদত। এটি শুধু আল্লাহর প্রতি দাসত্ব প্রকাশের মাধ্যম নয়, বরং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের পথও।

সালাত হল রিযিক অর্জনের একটি উপায়। আল্লাহ তা' য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন –

وَ اۡمُرۡ اَهۡلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَ اصۡطَبِرۡ عَلَیۡهَا ؕ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقًا ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُكَ ؕ وَ الۡعَاقِبَةُ لِلتَّقۡوٰی

"আর তোমরা পরিবার-পরিজনকে সালাত আদায়ের আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিজিক চাই না। আমিই তোমাকে রিযিক দিই আর শুভ পরিণাম তো মুক্তাকিদের জন্য।" –(সূরা ত্বহাঃ ১৩২)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সালাত পালনকারীর রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নেন।

সালাত রিজিক বৃদ্ধির আধ্যাত্মিক ও বাস্তবিক উভয় কারণেই উপকার বয়ে আনে। একদিকে এটি মানুষকে আল্লাহভীরু করে তোলে, হারাম উপার্জন থেকে দূরে রাখে এবং হালাল পথে চেষ্টা করতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর রহমত ও বরকত নেমে আসে, যা রিজিক বৃদ্ধি ও প্রশস্ততার কারণ হয়।

সালাত মানুষকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, মনকে প্রশান্ত রাখে, পরিশ্রমে অনুপ্রাণিত করে এবং আল্লাহর সাহায্যের আশা জাগিয়ে তোলে। একজন নামাজি জানে যে, রিজিক শুধুমাত্র চেষ্টা-পরিশ্রমে নয়, বরং আল্লাহর অনুগ্রহেই আসে। তাই সে হালাল পথে উপার্জনের জন্য পরিশ্রম করে এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা রাখে।

নবী করিম ﷺ বলেছেন– "যে ব্যক্তি সকালে নামাজ পড়ে ঘরে থাকে না বরং পরিশ্রমে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য রিজিক সহজ করে দেন।"
অর্থাৎ, সালাত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি রিজিকের বরকত এনে দেয়।

সর্বশেষে বলা যায়, সালাত শুধু আখিরাতের মুক্তির কারণ নয়; বরং এটি দুনিয়ার জীবনের সাফল্য ও রিজিক বৃদ্ধির এক মহান চাবিকাঠি। যে বান্দা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, আল্লাহ তার জীবনে প্রশান্তি, বরকত ও রিজিকের প্রাচুর্য দান করেন। তাই আমাদের উচিত সালাতকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলা–যাতে আল্লাহর রহমত ও রিজিকের দরজা আমাদের জন্য উন্মুক্ত থাকে।

৫. তাকওয়া

তাকওয়া অর্থ আল্লাহভীতি, অর্থাৎ আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখা, তাঁর আদেশ মেনে চলা এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকা। একজন মুমিন যখন তাকওয়া অবলম্বন করে জীবন পরিচালনা করে, তখন আল্লাহ তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বরকত ও কল্যাণের দরজা খুলে দেন।

আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমান আনতে হবে এবং তাকওয়া তথা আল্লাহকে ভয় করতে হবে। অন্যথায় কোন দোয়া কবুল হবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা' য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।" –(সূরা তালাকঃ ২-৩)

এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে তাকওয়া অবলম্বনকারীর জন্য রিজিকের দরজা খুলে দেওয়া তাঁর অঙ্গীকার। অর্থাৎ তাকওয়া এমন এক শক্তি, যা মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা দূর করে, আশীর্বাদ ও প্রাচুর্য নিয়ে আসে।

তাকওয়াবান ব্যক্তি হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকে, কারণ সে জানে হারাম রিজিক বরকতহীন। সে হালাল উপায়ে উপার্জনের চেষ্টা করে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে। তার এই আন্তরিকতা ও সততা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, ফলে আল্লাহ তার রিজিকে বরকত ও বৃদ্ধি দান করেন।

তাকওয়া মানুষকে পরিশ্রমী, সৎ ও ধৈর্যশীল করে তোলে। সে অন্যের হক আদায়ে সচেতন থাকে, প্রতারণা থেকে দূরে থাকে, ফলে সমাজেও তার প্রতি বিশ্বাস জন্মায়। এই বিশ্বাসই তার জীবিকার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَ لَوۡ اَنَّ اَهۡلَ الۡکِتٰبِ اٰمَنُوۡا وَ اتَّقَوۡا لَکَفَّرۡنَا عَنۡهُمۡ سَیِّاٰتِهِمۡ وَ لَاَدۡخَلۡنٰهُمۡ جَنّٰتِ النَّعِیۡمِ وَ لَوۡ اَنَّهُمۡ اَقَامُوا التَّوۡرٰىةَ وَ الۡاِنۡجِیۡلَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡهِمۡ مِّنۡ رَّبِّهِمۡ لَاَکَلُوۡا مِنۡ فَوۡقِهِمۡ وَ مِنۡ تَحۡتِ اَرۡجُلِهِمۡ

"আর যদি কিতাবিরা ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে পাপগুলো দূর করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে আরামদায়ক জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাতাম। আর যদি তারা তাওরাত, ইনজিল ও তাদের নিকট তাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা কায়েম করতো, তবে অবশ্যই তারা আহার করত তাদের উপর থেকে এবং তাদের পদতল থেকে।" –(সূরা মায়িদাহঃ ৬৫-৬৬)

আল্লাহ তা'য়ালা অন্য এক আয়াতে বলেন —
وَ لَوۡ اَنَّ اَهۡلَ الۡقُرٰۤی اٰمَنُوۡا وَ اتَّقَوۡا لَفَتَحۡنَا عَلَیۡهِمۡ بَرَکٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ وَ لٰکِنۡ کَذَّبُوۡا فَاَخَذۡنٰهُمۡ بِمَا کَانُوۡا یَکۡسِبُوۡنَ
"জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম, কিন্তু তারা নবী রাসুলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।" –(সূরা আরাফঃ ৯৬)

নবী করিম ﷺ বলেছেন– "যে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য কাজ সহজ করে দেন এবং তার রিজিক বৃদ্ধি করেন।"

সুতরাং তাকওয়া শুধু ইমানের পরিচয় নয়, বরং এটি জীবিকার প্রশস্ততারও রহস্য। আল্লাহ তাকওয়াবানদের ভালোবাসেন, সাহায্য করেন, এবং তাদের রিজিকের ব্যবস্থা এমনভাবে করে দেন যা মানুষের বোধগম্যতার বাইরে।

সবশেষে বলা যায়, তাকওয়া অবলম্বন করলে রিজিক বৃদ্ধি পায়, জীবনে বরকত আসে এবং মন শান্ত থাকে। তাই আমাদের উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহভীতিকে জীবনের মূলনীতি বানানো– যাতে আমরা দুনিয়াতেও সমৃদ্ধি লাভ করি এবং আখিরাতেও মুক্তি পাই।

৬. দান-সাদাকা

মানুষের জীবনে রিজিক বা জীবিকা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি অনুগ্রহ। রিজিকের প্রাচুর্য ও বরকত লাভের জন্য কুরআন ও হাদীসে অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে অন্যতম একটি আমল হলো– দান-সাদকা করা। দান-সাদকার মাধ্যমে যেমন সমাজে দরিদ্রদের সাহায্য হয়, তেমনি দানকারীর রিজিকও বৃদ্ধি পায় এবং জীবনে বরকত নেমে আসে।

অনেকের ধারণা দান সাদাকা করলে সম্পদ কমে যায়। অনেকে এই কারণে যাকাতও আদায় করতে চায় না। অথচ বাস্তবতা হল দান-সাদাকা করলে আল্লাহ রিজিক ও জীবিকায় বরকত দান করেন।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা' য়ালা বর্ণনা করেন —

وَ مَاۤ اَنۡفَقۡتُمۡ مِّنۡ شَیۡءٍ فَهُوَ یُخۡلِفُهٗ ۚ وَ هُوَ خَیۡرُ الرّٰزِقِیۡنَ

"তোমরা যা কিছু সৎ কাজে ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দিবেন। তিনি শ্রেষ্ঠ রিজিকদাতা।" –(সুরা সাবাঃ ৩৯)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর পথে দান করলে রিজিক কমে না, বরং বৃদ্ধি পায়। দান করার ফলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে রিজিক বাড়িয়ে দেন এবং আখিরাতে অনন্ত প্রতিদান দান করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মহান আল্লাহ তা' য়ালা বলেন– "তুমি ব্যয় কর, হে আদম সন্তান! আমিও তোমার প্রতি ব্যয় করব।"

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন — "প্রতিদিন সকালে দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্লাহ! দানকারীকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপজন বলেন, হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "সাদকা করলে সম্পদ কমে না।"

অর্থাৎ, বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে যে দান করলে সম্পদ কমে যায়, কিন্তু বাস্তবে আল্লাহ তা বরকত দ্বারা বাড়িয়ে দেন। অনেক সময় দেখা যায়, যে ব্যক্তি নিয়মিত দান করে, তার জীবনে কখনো অভাব দেখা দেয় না। আল্লাহ তার জন্য এমন সব রিজিকের দরজা খুলে দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।

দান-সাদকা শুধু রিজিক বৃদ্ধির কারণ নয়, বরং এটি গুনাহ মোচনের মাধ্যম, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার উপায় এবং সমাজে ভালোবাসা ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে। দানকারীর অন্তরে প্রশান্তি আসে এবং সে আল্লাহর রহমতের ছায়ায় থাকে।

সুতরাং, দান-সাদকা করা কোনো ক্ষতির কাজ নয়, বরং এটি রিজিক ও বরকত বৃদ্ধির এক মহৎ মাধ্যম। আমাদের উচিত– আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিয়মিত দান করা, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা, যাতে আমাদের রিজিকে আল্লাহ বরকত ও প্রাচুর্য দান করেন।

দান-সাদকা শুধু মানবতার দায় নয়, এটি রিজিক বৃদ্ধির এক বিশেষ উপায়। আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– যারা আল্লাহর পথে দান করে, তিনি তাদের রিজিক বৃদ্ধি করেন এবং বহুগুণে প্রতিদান দেন। তাই দান-সাদকা করা উচিত আন্তরিকতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, কারণ এতে রিজিক বাড়ে, মন শান্ত হয় এবং সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৭. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে শুধু ইবাদত-বন্দেগিতেই সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজ ও পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রেও দিকনির্দেশনা দিয়েছে। ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক বা সিলাতুর রাহিম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্তমান দুনিয়ায় পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, আর আত্মীয়র সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য কারোর কাছে সময় নেই। হাদিসে এসেছে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে আল্লাহ তা'য়ালা রিজিক বৃদ্ধি করে দেন।

সহিহ বুখারীতে এসেছে, “যে ব্যাক্তি পছন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সাথে সদাচরণ করে।”

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَ اتَّقُوا اللهَ الَّذِیۡ تَسَآءَلُوۡنَ بِہٖ وَ الۡاَرۡحَامَ

“তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে কিছু চাও, এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করো না।” – (সূরা আন-নিসা :১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা আল্লাহর নির্দেশ, আর তা ভঙ্গ করা বড় গুনাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন –“যাকে এ বিষয়টি আনন্দিত করে যে, তার রিজিক (জীবিকায়) সচ্ছলতা দেয়া হোক এবং তার অবদান আলোচিত হোক (দীর্ঘায়ু দেয়া হোক) সে যেন তার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।”

এই হাদীসটি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার ও সম্পর্ক রক্ষা শুধু আখিরাতের জন্য নয়, দুনিয়ার রিজিক ও বরকতেরও কারণ।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা মানে হলো আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ রাখা, তাদের খোঁজখবর নেওয়া, কষ্টে পাশে দাঁড়ানো, প্রয়োজনে সাহায্য করা এবং মনোমালিন্য দূর করা। কেউ যদি আত্মীয়দের অবহেলা করে, সম্পর্ক ছিন্ন করে বা তাদের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করে, তাহলে তা আল্লাহর অসন্তোষ ডেকে আনে এবং রিজিকের বরকত কমে যায়।

সামাজিক ও পারিবারিক দিক থেকেও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা অত্যন্ত উপকারী। এটি ভালোবাসা, সহানুভূতি ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। আত্মীয়দের সাথে একে অপরের যোগাযোগ থাকলে অর্থনৈতিক ও মানসিক সহায়তা বিনিময় হয়, যা সামগ্রিকভাবে জীবনের সচ্ছলতা বৃদ্ধি করে।

অন্যদিকে, আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করলে একাকীত্ব, কলহ ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তায়ালা এমন সম্পর্কচ্ছেদকারীদের সম্পর্কে কুরআনে সতর্ক করেছেন– “যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, তাদের জন্য অভিশাপ এবং তাদের জন্য রয়েছে অমঙ্গলজনক পরিণতি।” – (সূরা আর-রাদ: ২৫)

অতএব, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা শুধু মানবিক কর্তব্যই নয়, বরং রিজিক বৃদ্ধি, আয়ু বরকত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম উপায়।

আত্মীয়তার বন্ধন ইসলামের একটি সুন্দর ও বরকতময় শিক্ষা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে এবং জীবনে রিজিকের প্রাচুর্য চায়, তার উচিত আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। কারণ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করলে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে রিজিক বৃদ্ধি করেন, হৃদয়ে শান্তি দান করেন এবং আখিরাতে পুরস্কৃত করেন। তাই আমাদের সকলের উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ককে ভালোবাসা, সহানুভূতি ও দানশীলতার মাধ্যমে দৃঢ় রাখা।চাওয়া যদি থাকে রিজিক ও বরকত,তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখো অবিরত।

৮. কুরআন তেলাওয়াত

কুরআন তেলাওয়াত করা রিজিক (রুজি) বৃদ্ধির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় আমল। সরাসরি “তেলাওয়াত করলে রিজিক বাড়ে” – এভাবে কোনো আয়াতে না এলেও, কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বাণী থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর বাণী পাঠ, বুঝে আমল করা এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করা রিজিকে বরকত ও প্রশস্ততা আনে। নিচে তা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

★ কুরআন তেলাওয়াত আল্লাহর রহমত ও বরকত ডেকে আনে।
আল্লাহ তাআলা বলেন –
"إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ"
“যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে–তারা এমন ব্যবসার আশায় থাকে যা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।” –(সূরা ফাতির: ২৯)
এখানে আল্লাহ তেলাওয়াত, সালাত, এবং দানকে এমন “ব্যবসা” বলেছেন যা সর্বদা লাভজনক — অর্থাৎ বরকতপূর্ণ রিজিকের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

★ কুরআন তেলাওয়াত গুনাহ মাফ ও বরকত আনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন - “যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অক্ষর তেলাওয়াত করে, সে একটি নেকি পায়। আর একটি নেকি দশ গুণ বৃদ্ধি পায়।” –(তিরমিজি, হাদীস ২৯১০)
নেকি বৃদ্ধি মানে আল্লাহর রহমত বৃদ্ধি — আর আল্লাহর রহমতই রিজিকের আসল উৎস।

★ কুরআনের মাধ্যমে অন্তর প্রশান্ত হয়, যার প্রভাবে রিজিক সহজ হয়।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’য়ালা ইরশাদ করেন–
اَلَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ تَطۡمَئِنُّ قُلُوۡبُهُمۡ بِذِکۡرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِکۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ
যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” ,–(সূরা রা’দ :২৮)
মন ও অন্তর যখন প্রশান্ত হয়, তখন মানুষ আল্লাহর উপর ভরসা রেখে হালাল উপায়ে রিজিক অর্জনে দৃঢ় হয়, যা বরকত আনে।

★ কুরআনের আলো ও হিদায়াত মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’য়ালা ইরশাদ করেন–
ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
“এই সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য।” –(সূরা বাকারাহ: ২)

সঠিক পথ মানে হালাল উপার্জনের পথ। তাই কুরআন তেলাওয়াত ও এর শিক্ষা অনুসারে চললে হারাম উপায় থেকে বাঁচা যায়, ফলে রিজিকে বরকত আসে।

★ ঘরে কুরআন তেলাওয়াত করলে ঘর বরকতময় হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন – "যে ঘরে সূরা আল-বাকারা পাঠ করা হয়, সেখানে শয়তান প্রবেশ করে না।" – (সহীহ মুসলিম, ১৭০৯ হাদীস একাডেমী)

শয়তান দূর থাকা মানে ঘরে শান্তি, বরকত ও রিজিকের প্রশস্ততা।

কুরআন তেলাওয়াত রিজিক বৃদ্ধি করে–

*কারণ এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত আনে,

*গুনাহ মাফ করে,

*হৃদয় প্রশান্ত করে,

*হালাল উপায়ে চলার দিশা দেয়,

*ঘর ও জীবনে বরকত আনে।

দোয়া:

اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا <.

"হে আল্লাহ! কুরআনকে আমাদের অন্তরের বসন্ত, বক্ষের আলো, দুঃখের অপসারণ ও দুশ্চিন্তার দূরীকরণ বানিয়ে দিন।"

৯. তাওয়াক্কুল

ইসলামে তাওয়াক্কুল বলতে বোঝায় আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখা এবং জীবনের সমস্ত বিষয় আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করা। তবে তাওয়াক্কুল মানে অলস হয়ে বসে থাকা নয়। বরং একজন মুসলিমকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করতে হয় এবং ফলাফল নিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হয়। কুরআন ও সুন্নাহয়ে বহু স্থানেই এই বিষয় গুরুত্বসহকারে উল্লেখ হয়েছে।

যদি একজন ব্যক্তি তার প্রতিদিনের জীবিকা অর্জনের জন্য যথাযথ চেষ্টা করেন এবং তারপর আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখেন, তাহলে আল্লাহ তার রিজিককে বরকতপূর্ণ করে দেন। এটি শুধু অর্থে সীমাবদ্ধ নয়; রিজিকের মধ্যে স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি, সন্তানদের কল্যাণ এবং সামাজিক সম্পর্কও অন্তর্ভুক্ত।

বান্দার উচিত শুধুমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা (তাওয়াক্কুল করা)। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তাদের রিজিক বৃদ্ধি করে দেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "তোমরা যদি প্রকৃতভাবেই আল্লাহ তা' আলার উপর নির্ভরশীল হতে তাহলে পাখিদের যেভাবে রিজিক দেয়া হয় সেভাবে তোমাদেরকেও রিজিক দেয়া হতো। এরা সকালবেলা খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যাবেলায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"

তবে এর মানে এই নয় যে যথাযথ চেষ্টা সাধনা না করে বসে থাকবে। আল্লাহ তা' য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

فَامۡشُوۡا فِیۡ مَنَاکِبِهَا وَ کُلُوۡا مِنۡ رِّزۡقِهٖ ؕ وَ اِلَیۡهِ النُّشُوۡرُ

"অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর; পুনরুত্থানতো তারই নিকট।" –(সূরা মূলকঃ১৫)

অন্যত্র বলেন,–

وَاٰخَرُوۡنَ یَضۡرِبُوۡنَ فِی الۡاَرۡضِ یَبۡتَغُوۡنَ مِنۡ فَضۡلِ اللّٰهِ

"কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে…" –(সূরা মুজাম্মিলঃ ২০)

তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি ধৈর্য্য, আত্মসংযম এবং ইতিবাচক মনোভাব অর্জন করে। এই গুণাবলী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বরকত বৃদ্ধি করে। যারা শুধু স্বপ্ন দেখে কিন্তু চেষ্টা করে না, তাদের জন্য রিজিক সীমিত থাকে। আবার যারা পরিশ্রম করে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তাদের জন্য রিজিকে বরকতসহ প্রসার ঘটে।

সুতরাং, তাওয়াক্কুল কেবল আধ্যাত্মিক শান্তি প্রদান করে না, বরং এটি রিজিক বৃদ্ধি করার অন্যতম উপায়। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল থাকা এবং চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া একজন মুসলিমের রিজিককে উন্নত ও প্রশস্ত করে।

১০. হজ্জ ও উমরা করা

ইসলামে হজ্জ ও উমরা কেবল একধরনের ইবাদত নয়, বরং এগুলো মুমিনদের জন্য আত্মিক উন্নয়ন ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম পথ। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে, হজ্জ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। হজ্জের মাধ্যমে মুসলিম মানুষ শুধু তাদের দেহের পরিশ্রম করে না, বরং আত্মার পরিশোধনের একটি সুযোগ লাভ করে। হজ্জ ও উমরার সময় আল্লাহর আদেশ পালনে থাকা এবং বিশেষ ইবাদত সম্পাদনের মাধ্যমে একজন মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উভয় ধরনের বরকত আসে।

রিজিক মূলত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত জীবনের সকল প্রয়োজনীয় সম্পদ। হজ্জ ও উমরা করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার রিজিকের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া ও প্রার্থনা করতে

পারেন। তাওবাহ, ইস্তিগফার, এবং বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তার রিজিককে প্রসারিত করেন।

বান্দা হজ্জ ও উমরা করার মাধ্যমেও রিজিকে বরকত পেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "তোমরা হজ্জ ও উমরা পরপর একত্রে আদায় করো। কেননা, এ হজ্জ ও উমরা দারিদ্র্য ও গুনাহ্ দূর করে দেয়, লোহা ও সোনা রুপার ময়লা যেমনভাবে হাপরের আগুনে দূর হয়।"

নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন,— "হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা মানুষের প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তার পূর্বের গুনাহ মাফ করা হয়।" এটি শুধু গুনাহের মাফই দেয় না, বরং আল্লাহর রহমত ও বরকতের মাধ্যমে রিজিক বৃদ্ধি পায়।

উমরা করার সময় যে ধৈর্য, পরিশ্রম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন, তা মানুষের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে। ফলে তারা জীবনের অন্যান্য দিকেও সঠিকভাবে পরিশ্রম করতে সক্ষম হয়। ইসলামে সুন্নাহ অনুযায়ী, পরিশ্রমের সাথে আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা এবং হালাল উপায়ে রুজি কামনা করা রিজিক বৃদ্ধি করার অন্যতম মাধ্যম।

সংক্ষেপে বলা যায়, হজ্জ ও উমরা শুধু একটি ইবাদত নয়, বরং এটি মানুষের জীবনে রিজিক বৃদ্ধি এবং বরকতের একটি উৎস। যারা হৃদয় ও মন থেকে এই ইবাদত পালন করে, আল্লাহ তাদের জীবনে দুনিয়ার ও আখেরাতের বরকত দান করেন।

১১. হিজরত

ইসলামে হিজরত বা স্থানান্তর করা কেবল একটি শারীরিক গন্তব্য পরিবর্তনের নাম নয়, এটি আত্মিক ও মানসিক বিকাশের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। হিজরত মূলত ধর্মের পথে বা জীবনের উন্নতির জন্য করা হয়। কুরআন ও সুন্নাহতে হিজরতকে গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতময় কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হিজরত শুধু দুনিয়ার অবস্থান পরিবর্তন নয়, বরং মানুষের রিজিক বা জীবনের সুনির্দিষ্ট অংশে বরকত আনার একটি প্রক্রিয়া।

প্রথমত, হিজরত একজন ব্যক্তিকে নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনার দিকে পরিচালিত করে। প্রায়ই মানুষ যেখানে অবস্থান করছে, সেখানে সীমিত সুযোগ এবং বাধার কারণে তার রিজিক বৃদ্ধি পাওয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে হিজরত করলে মানুষ নতুন পরিবেশে প্রবেশ

করে, যেখানে তার পরিশ্রম, প্রতিভা এবং সৃষ্টিশীলতা যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয়। এভাবেই তার জীবনের রিজিকের পরিধি প্রসারিত হয়।

দ্বিতীয়ত, হিজরত একজনকে আল্লাহর ওপর ভরসা এবং তাকওয়া (ভয় ও ভরসা) অবলম্বন করতে শেখায়। যখন মানুষ পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে অজানা স্থানে আসে, তখন সে আল্লাহর সাহায্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই তাকওয়া ও ভরসা তার জীবনের রিজিকে বরকত আনে। কুরআনে আল্লাহ বলেন, "যারা আমার পথে হিজরত করে, আমি তাদের জন্য পৃথিবীতে বহু অবস্থান বানাব" । এটি প্রমাণ করে যে, হিজরত শুধু স্থান পরিবর্তন নয়, বরং জীবনের রিজিক বৃদ্ধি করার একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

পবিত্র কুরআনে কারিমায় আল্লাহ তা' য়ালা বলেন–
وَ مَنۡ یُّهَاجِرۡ فِیۡ سَبِیۡلِ اللّٰهِ یَجِدۡ فِی الۡاَرۡضِ مُرٰغَمًا کَثِیۡرًا وَّ سَعَۃً ؕ وَ مَنۡ یَّخۡرُجۡ مِنۡۢ بَیۡتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَی اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ ثُمَّ یُدۡرِکۡهُ الۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ اَجۡرُهٗ عَلَی اللّٰهِ ؕ وَ کَانَ اللّٰهُ غَفُوۡرًا رَّحِیۡمًا
"আর যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করবে, সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও প্রাচুর্য লাভ করবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।"—(সূরা নিসাঃ ১০০)

অবশেষে, হিজরত মানুষের মনোবল, ইচ্ছাশক্তি এবং পরিশ্রমের মান বৃদ্ধি করে। নতুন পরিবেশে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়া এবং তাদের মোকাবিলা করা একজন মানুষকে ধৈর্যশীল ও পরিশ্রমী করে তোলে। এভাবেই তার উপার্জিত রিজিকে বরকত ও স্থায়িত্ব আসে।

সংক্ষেপে, হিজরত একজন মুসলিমের জীবনে রিজিক বৃদ্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এটি মানুষকে নতুন সুযোগ, আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা এবং পরিশ্রমের মূল্য বোঝায়। তাই মুসলিমরা জীবনের প্রয়োজনে সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত হিজরত করলে আল্লাহ তাকে অমিত রিজিক প্রদান করেন এবং তার জীবনে বরকত বৃদ্ধি পায়।

১২. নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ইবাদতে নিমগ্ন থাকা

নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইবাদতে নিমগ্ন থাকা এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে রিজিক বৃদ্ধির বিষয়টি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রিজিক শুধুমাত্র অর্থ বা সম্পদই নয়; এটি অন্তর্ভুক্ত করে খাদ্য, পানীয়, স্বাস্থ্য, পরিবার, মানসিক শান্তি এবং আল্লাহর রহমতের প্রতিটি

দিক। আল্লাহ তায়ালা কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে এই সত্যটি প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর নৈকট্য অর্জনকারী, ধৈর্যশীল এবং ইবাদতে নিয়মিত মানুষকে তিনি কোনোরূপ অভাবে রাখেন না।

নিরবিচ্ছিন্ন ইবাদত বলতে বোঝায় যে, ব্যক্তি শুধু নিয়মিত নামাজ বা জিকিরেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণে থাকে। এটি হতে পারে তেলাওয়াত, দোয়া, সাদাকা, তাকওয়া পালন, অথবা সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। যখন একজন মুসলিম ইবাদতে নিমগ্ন থাকে, তার অন্তর আল্লাহর প্রতি সজাগ ও বিশ্বাসী হয়। এই অবস্থায় তার মনোবল ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়, যা তাকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ফলে আল্লাহ তার রিজিকে বরকত প্রদান করেন এবং জীবনে অপ্রত্যাশিত সুজোগ সৃষ্টি হয়।

আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– "আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ- 'হে আদম সন্তান! তুমি আমার ইবাদতের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব দূর করে দিব। তুমি তা না করলে আমি তোমার দুই হাত কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব-অনটন দূর করবো না।"

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য ইবাদত করে, আল্লাহ তার রিজিকে বরকত বৃদ্ধি করেন।" এটি আমাদের শেখায় যে, রিজিকের প্রাচুর্য কেবল চেষ্টা ও পরিশ্রমেই নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদতে নিয়মিত থাকা দ্বারা সম্ভব।

সংক্ষেপে বলা যায়, নিরবিচ্ছিন্ন ইবাদতে নিমগ্ন থাকা একটি এমন আমল যা শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতি নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনে রিজিকের প্রাচুর্য ও বরকত নিশ্চিত করে। এটি মানুষের মনকে শান্তি দেয়, চরিত্রকে উন্নত করে এবং আল্লাহর রহমতে জীবনে স্থায়ী সাফল্য ও সমৃদ্ধি আনে। এই কারণে প্রতিটি মুসলিমকে নিয়মিত ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

১৩. উদ্দেশ্য পূরণে চেষ্টা-সাধনা করা

মানবজীবন আল্লাহর নিয়ামতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো রিজিক, যা শুধু খাদ্য-পানিই নয়, জীবনের সব ধরনের প্রয়োজন ও সাফল্যের সমষ্টি। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, রিজিক বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করা যথেষ্ট নয়; পাশাপাশি মানুষের সঠিক চেষ্টা ও পরিশ্রমও আবশ্যক।

মানুষ যখন নিজের লক্ষ্য পূরণের জন্য সচেতনভাবে চেষ্টা করে, তখন সে আল্লাহর নিয়ামতের মধ্যে নিজেকে স্থাপন করে। উদাহরণস্বরূপ, একজন চাষি যদি তার জমিতে সঠিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে, ফসলের যত্ন নেয় এবং যথাযথ পরিশ্রম করে, তবে আল্লাহ সেই চেষ্টাকে বরকতসহ রিজিকের সঙ্গে পুরস্কৃত করেন। একইভাবে একজন ছাত্র যদি নিয়মিত অধ্যয়ন ও পরিশ্রমের মাধ্যমে তার লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে, তবে আল্লাহ তাকে জ্ঞান এবং সফলতার রিজিক দান করেন।

এ থেকে বোঝা যায় যে, উদ্দেশ্যপূর্ণ চেষ্টা শুধুমাত্র পার্থিব সাফল্যই আনে না, বরং তা রিজিক বৃদ্ধির এক শক্তিশালী মাধ্যম। চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে আল্লাহর রহমতের জন্য প্রস্তুত করে, যা আল্লাহর বরকত ও দানের প্রবাহকে আরও সুগভীর করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَ مِنۡ رَّحۡمَتِهٖ جَعَلَ لَكُمُ الَّيۡلَ وَ النَّهَارَ لِتَسۡكُنُوۡا فِيۡهِ وَ لِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِهٖ وَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُوۡنَ

"তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদের জন্যে রাত ও দিন করেছেন, যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" –(সূরা কাসাসঃ ৭৩)

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন–

وَ مِنۡ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمۡ بِالَّيۡلِ وَ النَّهَارِ وَ ابۡتِغَآؤُكُمۡ مِّنۡ فَضۡلِهٖ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّسۡمَعُوۡنَ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাতে ও দিনে তোমাদের নিদ্রা এবং তাঁর অনুগ্রহ থেকে তোমাদের জীবিকা অন্বেষণ। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা শোনে।" –(সুরা রুমঃ ২৩)

আরেকটি আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

رَبُّكُمُ الَّذِیۡ یُزۡجِیۡ لَكُمُ الۡفُلۡكَ فِی الۡبَحۡرِ لِتَبۡتَغُوۡا مِنۡ فَضۡلِهٖ ؕ اِنَّهٗ كَانَ بِكُمۡ رَحِیۡمًا

"তোমাদের রব তিনি, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে চালিত করেন নৌযান, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।" –(সূরা ইসরাঃ ৬৬)

সর্বশেষে, চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে অর্জিত রিজিক শুধু পার্থিব নয়, বরং তা আখিরাতের জন্যও উপকারে আসে। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে পরিশ্রম করা এবং ধৈর্য ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াই মানুষকে আল্লাহর রহমত ও বরকতসহ রিজিকের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

উদ্দেশ্য পূরণে চেষ্টা-সাধনা করা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, এটি রিজিক বৃদ্ধির একটি মূল চাবিকাঠি। চেষ্টা ও পরিশ্রমের সঙ্গে আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও ধৈর্য মিলিয়ে দিলে রিজিকের পথ স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রসারিত হয়।

১৪. বিবাহ

ইসলামে বিবাহকে শুধু একটি সামাজিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক হিসেবে দেখা হয় না, বরং এটি একজন মুসলমানের জীবনে বরকতময় ও রিজিক বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবেও বিবেচিত। কুরআন ও হাদিসে বিবাহের গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রিজিক প্রাপ্তির কথাও বর্ণিত হয়েছে।

প্রথমত, বিবাহ একজন ব্যক্তিকে সামাজিক ও মানসিক স্থিতিশীলতা দেয়। একটি সুখী পরিবার ও দায়িত্বশীল দাম্পত্য জীবন মানুষকে কাজের প্রতি মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে, যা পরোক্ষভাবে রিজিক বৃদ্ধি করে।

দ্বিতীয়ত, বিবাহ ইসলামী শরীয়তে পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাধ্যম। হাদিসে এসেছে যে, "বিবাহ একজন মুসলিমকে তার নৈতিক ও শারীরিক প্রয়োজনীয়তা পূরণে সাহায্য করে।" পাপমুক্ত জীবন রিজিকের প্রবাহকে সহজ করে, কারণ আল্লাহ হালাল ও ধার্মিক উপায়ে উপার্জিত রিজিককে বরকত দেয়।

তৃতীয়ত, বিবাহ সামাজিক ও আর্থিক সংযোগ তৈরি করে। পরিবারের সম্প্রসারণ, আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্ক এবং সামাজিক নেটওয়ার্ক নতুন কর্মসংস্থান ও ব্যবসায়িক সুযোগের মাধ্যমে রিজিক বৃদ্ধি করতে পারে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন–
وَاَنۡكِحُوا الۡاَيَامٰى مِنۡكُمۡ وَالصّٰلِحِيۡنَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَاِمَآٮِٕكُمۡ‌ ؕ اِنۡ يَّكُوۡنُوۡا فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ اللّٰهُ مِنۡ فَضۡلِهٖ‌ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ
"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ, তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" –(সূরা নূরঃ ৩২)
এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "আল্লাহ তায়ালা তিন প্রকার মানুষকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদকারী,

মুকাতাব গোলাম যে চুক্তির অর্থ পরিশোধের ইচ্ছা করে এবং বিবাহে আগ্রহী লোক যে বিয়ের মাধ্যমে পবিত্র জীবন যাপন করতে চায়।”

অতএব, বিবাহ শুধু মানসিক ও সামাজিক সুখই প্রদান করে না, বরং আল্লাহর নৈকট্য ও বরকতের মাধ্যমে রিজিক বৃদ্ধিতেও সহায়ক। ইসলামে বিবাহকে হালাল রিজিকের একটি উৎস হিসেবে ধরা হয়, যা ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতির পথ প্রশস্ত করে।

১৫. তালিবে ইল’ মদের সাহায্য করা

মানুষের জীবনে রিজিক অর্জন এক অনন্য ব্যাপার। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, আল্লাহ তায়ালা যে কোন ব্যক্তিকে হালাল পথে রিজিক দিন। রিজিক শুধু অর্থ নয়, এটি শান্তি, জ্ঞান, স্বাস্থ্য এবং সুখও হতে পারে। এই রিজিক অর্জনের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো তালিবে ইলমদের সাহায্য করা।

তালিবে ইলম অর্থ শিক্ষার্থীরা, যারা জ্ঞান অর্জনের পথে নিয়মিত অধ্যবসায় করছে। এই শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা যেমন একটি মহৎ কাজ, তেমনি এটি রিজিক বৃদ্ধি করার অন্যতম পথ। সাহায্য বলতে বোঝায় অর্থ সাহায্য, বইপত্র, শিক্ষার উপকরণ, এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান।

প্রথমত, তালিবে ইলমদের সাহায্য করলে আল্লাহর রহমত অর্জন হয়। কুরআন ও হাদিসে এসেছে, যে ব্যক্তি জ্ঞানী শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে, আল্লাহ তার দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করেন।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানী শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সমাজের কল্যাণে কাজ করবে। তাদের সাহায্য করা মানে এক ধরণের বিনিয়োগ, যা শেষ পর্যন্ত মহান আকারে প্রতিফলিত হয়। এর ফলে সহায়ক ব্যক্তির রিজিকও বৃদ্ধি পায়।

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরদরবারে উপস্থিত থাকতো এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকতো। কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন– “হয়তো তার ওয়াসীলায় তুমি রিজিক প্রাপ্ত হচ্ছ!”

শেষে, এটি শুধু অর্থনৈতিক রিজিক নয়, বরং আত্মিক বরকতও বৃদ্ধি করে। সাহায্যকারী ব্যক্তি তার নৈতিকতা ও তাকওয়া বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হওয়ায় তার জীবন আলোকিত হয় এবং রিজিকও প্রশস্ত হয়।

অতএব, বলা যায় যে, তালিবে ইলমদের সাহায্য করা শুধু সমাজের উন্নয়ন নয়, বরং নিজের রিজিক বৃদ্ধির মাধ্যমও। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত শিক্ষার্থীদের প্রতি সহমর্মিতা ও সহায়তা প্রদর্শন করা।

১৬. দরিদ্রের প্রতি বিনম্রতা দেখানো

মানব জীবনে রিজিক বা উপার্জন কেবল অর্থ বা সম্পদ নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া যে কোনো প্রকার সুবিধা, শান্তি ও বরকতকেও অন্তর্ভুক্ত করে। ইসলামে রিজিকের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষের সাথে সদাচরণ এবং দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো।

যখন একজন ব্যক্তি দরিদ্র বা অভাবী মানুষের প্রতি বিনম্রতা দেখায়, তাদের সাহায্য করে বা সম্মান দেয়, তখন এটি কেবল মানবিক দায়িত্ব পূরণ নয়, বরং এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "যারা দারিদ্রদের খাওয়ায় এবং অন্যকে সাহায্য করে তারা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়।" এই ধরনের আচরণ মানুষের হৃদয়কে বড় করে এবং আল্লাহর বরকত আনে।

দরিদ্রের প্রতি বিনম্রতা দেখানো মানে কেবল তাদের জন্য উপহার বা অর্থ দেওয়া নয়। এটি হতে পারে তাদের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলা, সম্মান করা, তাদের মর্যাদা রক্ষা করা বা তাদের সমস্যার সমাধানে সহায়তা করা। এই ধরনের সদাচরণ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এবং রিজিক বৃদ্ধির একটি শক্তিশালী মাধ্যম।

দারিদ্রদের প্রতি দেখানো হলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "তোমরা দুর্বলদের উসিলায় সাহায্যপ্রাপ্ত ও রিজিক প্রাপ্ত হচ্ছ।"

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দরিদ্রকে সম্মান জানাবে, আল্লাহ তার রিজিক প্রসার করবেন। এটি প্রমাণ করে যে মানুষের প্রতি সদাচরণ এবং বিনয়শীল আচরণ কেবল সমাজে শান্তি ও সহমর্মিতা আনেই না, বরং আল্লাহর বরকতও বৃদ্ধি করে।

অতএব, দরিদ্রের প্রতি বিনম্রতা দেখানো শুধুমাত্র নৈতিক দায়িত্ব নয়, এটি রিজিক বৃদ্ধির একটি প্রমাণিত উপায়। যারা এই পথ অনুসরণ করে, তারা জীবনের সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর রহমত এবং বরকত ভোগ করে।

১৭. আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়া

মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের সফলতা নিশ্চিত করা। আমরা প্রায়ই পার্থিব জীবনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেই। কিন্তু কুরআন ও হাদিসের আলোকে দেখা যায়, যারা আখিরাতকে প্রাধান্য দেয় এবং পার্থিব জীবনকে মাত্র মধ্যমভাবে দেখে, আল্লাহ তাদের রিজিকেও বরকত দান করেন।

আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া মানে হলো ইবাদত, নেক কাজ, সততা, দয়া এবং ধৈর্যসহ জীবনযাপন করা। যখন একজন মানুষ তার সময়, শক্তি এবং সম্পদ আখিরাতের জন্য বিনিয়োগ করে, তখন আল্লাহ তার জীবনে বরকত দান করেন। উদাহরণস্বরূপ, সৎ উপার্জন, স্বচ্ছ ব্যবসা, দান-সদকা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ নিজের রিজিককে বৃদ্ধি করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, যিনি আখিরাতকে প্রাধান্য দেন, তিনি পার্থিব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষতি মেনে নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে মনোনিবেশ করেন। এতে আল্লাহ তার রিজিককে প্রসারিত করেন এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বরকত প্রদান করেন। হাদিসে আছে, “যদি তুমি আখিরাতকে চাও, আল্লাহ পার্থিব জীবনও তোমাকে দান করবেন।” এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে আখিরাতকে প্রধান্য দেওয়া মানেই রিজিকে বরকত বৃদ্ধি।

আখিরাতকে প্রাধান্য দিলে মানুষের মনের লোভ লালসা হিংসা বিদ্বেষ হ্রাস পায় এবং অল্পতে সন্তুষ্ট থাকে এবং পাপ থেকে দূরে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন — “পার্থিব চিন্তা যাকে মোহগ্রস্ত করবে, আল্লাহ তার কাজকর্মে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন, দরিদ্রতা তার নিত্য সঙ্গী হবে এবং প্রার্থী স্বার্থ ততটুকুই লাভ করতে পারবে, যতটুকু তার তীকদীরে লিপিবদ্ধ আছে। আর যার উদ্দেশ্য হবে আখিরাত, আল্লাহ তার সবকিছু সুষ্ঠু করে দিবেন, তার অন্তরকে ঐশ্বর্যমন্ডিত করবেন এবং দুনিয়া স্বয়ং তার সামনে এসে হাজির হবে।”

সুতরাং, জীবনযাপনের মূল উদ্দেশ্য যদি আখিরাত হয়, তবে পার্থিব জীবনের উপার্জন ও রিজিকও প্রাকৃতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়ে জীবনের প্রতিটি কাজ পরিচালনা করলে আল্লাহর অশেষ বরকত আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

১৮. পাপ থেকে দূরে থাকা

পাপ থেকে দূরে থাকা–রিজিক বৃদ্ধি ও বরকতের অন্যতম প্রধান উপায়। তওবা ও তাকওয়া রিজিককে বৃদ্ধি করে। আর আল্লাহভীতি রিজিকের প্রকৃত নিশ্চয়তা।
কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী, পাপ রিজিকের পথে বড় বাধা সৃষ্টি করে, আর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহর রহমত ও রিজিকের দরজা খুলে দেয়।পাপ থেকে দূরে থাকা মানেই তাকওয়া অর্জন করা। আর তাকওয়া রিজিকের অপ্রত্যাশিত দরজা খুলে দেয়। কৃতজ্ঞতা ও আল্লাহভীতি– দুটোই পাপ থেকে দূরে রাখে, আর এটাই রিজিক বৃদ্ধির মূল রহস্য।
গুনাহ দূর করলে আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। পাপ থেকে দূরে থাকার ফলাফল–
*গুনাহ থেকে বিরত থাকা রিজিকের বরকত বৃদ্ধি
*তওবা ও ইস্তিগফার করলে রিজিকের দরজা খোলে
*তাকওয়া অবলম্বন করলে অনাকাঙ্ক্ষিত স্থানে থেকে রুজি আসে
*আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন জীবনে প্রশান্তি ও প্রাচুর্য

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন —
وَ يٰقَوۡمِ اسۡتَغۡفِرُوۡا رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوۡبُوۡۤا اِلَيۡهِ يُرۡسِلِ السَّمَآءَ عَلَيۡكُمۡ مِّدۡرَارًا وَّ يَزِدۡكُمۡ قُوَّةً اِلٰى قُوَّتِكُمۡ
"আর তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো, তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি পাঠাবেন এবং সম্পদ ও সন্তান দ্বারা শক্তিশালী করবেন।" –(সূরা হূদ: ৫২)
অন্যত্র বলেন–
وَ اِذۡ تَاَذَّنَ رَبُّكُمۡ لَئِنۡ شَكَرۡتُمۡ لَاَزِيۡدَنَّكُمۡ وَ لَئِنۡ كَفَرۡتُمۡ
"আজ যখন তোমাদের রব ঘোষণা দিলেন, যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের তাড়িয়ে দেব, আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও।" –(সূরা ইব্রাহীম: ৭)

ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– "হে মুহাজিরগণ! তোমরা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তোমরা তার সম্মুখীন না হও।
যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগরোগের প্রাদুর্ভাব হয়। তাছাড়া এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। যখন কোন জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, কঠিন বিপদ-মুসিবত।
যখন যাকাত আদায় করে না তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি ভূপৃষ্ঠে চতুষ্পদ জন্তু ও নির্বাক প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না।

যখন কোন জাতি আল্লাহ ও তার রাসূলের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায় সম্পদ সবকিছু কেড়ে নেয়। যখন তোমাদের শাসকবর্গ আল্লাহর কিতাব মোতাবেক মীমাংসা করে না এবং আল্লাহ নাযিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেন।”

১৯. লেনদেনে স্বচ্ছতা রাখা

লেনদেনে স্বচ্ছতা বা পরিষ্কার-সাফ আচরণ অর্থাৎ লেনদেনে জালিয়াতি, প্রতারণা বা অন্যায় থেকে দূরে থাকা। যখন একজন ব্যক্তি ব্যবসা বা উপার্জনের কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখে, তখন তার কামানো রোজি হালাল হয় এবং এতে আল্লাহর বরকত অবতীর্ণ হয়।

স্বচ্ছ লেনদেন মানে হলো:
* মুল্য ঠিকভাবে বলা – পণ্য বা সেবার দাম গোপন বা ভুলভাবে না বলা।
*সঠিক পরিমাণ – পরিমাপ বা ওজন ঠিক রাখা।
*প্রতারণা থেকে দূরে থাকা – গ্রাহককে ভুল বোঝানো বা ধোকা না দেওয়া।
* প্রতিশ্রুতি রাখা – চুক্তি বা অঙ্গীকার মেনে চলা।

কুরআন ও হাদিসে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি লেনদেনে সততা ও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখে, আল্লাহ তার রিজিকে বৃদ্ধি করেন এবং তাকে সাফল্য দেন। যেমন, হাদিসে আছে: “হালাল খাও এবং প্রতারণা থেকে দূরে থাকো। হালাল খাওয়া রিজিকে বরকত আনে।”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– “ক্রেতা ও বিক্রেতার একজন আরেকজন থেকে পৃথক হওয়া পর্যন্ত খিয়ার থাকবে। উভয়ে যদি সত্য কথা বলে এবং দোষ ক্রটি বর্ণনা করে দেয় তবে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হবে। আর যদি তারা কেনা-বেচার মধ্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং দোষ-ক্রটি গোপন রাখে তবে তাতে বরকত থাকবে না।”

অতএব, এগুলো হলো রিজিক অন্বেষণ এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপায় এবং আমল। রিজিক শুধুমাত্র অর্থ বা সম্পদ নয়—বরং বরকত, শান্তি ও সন্তুষ্টিও রিজিকের অংশ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ পালন করে, হালাল উপার্জনের চেষ্টা করে, ইস্তিগফার ও দান-খয়রাত অব্যাহত রাখে — আল্লাহ তাআলা তার রিজিকের দরজা খুলে দেন এবং তাতে বরকত দান করেন।

অতএব, ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় রাখা কেবল নৈতিকভাবে নয়, ধর্মীয়ভাবে এবং অর্থনৈতিকভাবে রিজিক বৃদ্ধির একটি মূল চাবিকাঠি।

উপসংহার

রিজিক মানুষের জীবনের অন্যতম মৌলিক উপাদান। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে রিজিক শুধু ভৌত সম্পদের নাম নয়; বরং এতে জ্ঞান, স্বাস্থ্য, শান্তি, সন্তান, ও আল্লাহর রহমত–সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, রিজিক নির্ধারিত হলেও তার বরকত ও বৃদ্ধি আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। মানুষ যদি হালাল উপার্জনের চেষ্টা করে, তাওয়াক্কুলের সাথে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, নিয়মিত নামাজ ও ইস্তিগফার করে এবং পাপ থেকে বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার রিজিক প্রশস্ত করে দেন।

রিজিকের মূল উদ্দেশ্য কেবল ভোগ নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও সমাজে কল্যাণ সাধন করা। তাই একজন মুসলমানের উচিত রিজিক অর্জনে সৎ থাকা, অন্যের হক আদায় করা এবং দান-সাদকার মাধ্যমে রিজিকে বরকত আনা।

সর্বোপরি বলা যায়, রিজিক আল্লাহর দান–যিনি চান, তিনি সীমাহীন বরকত দেন, আর যাঁর জন্য চান, তা সংকুচিত করেন। সুতরাং রিজিক বৃদ্ধির প্রকৃত পথ হলো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, সঠিক নিয়ত, হালাল পরিশ্রম ও নিয়মিত ইস্তিগফার। এসবের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রকৃত সফলতা লাভ করা সম্ভব।

নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ হলেন সাফল্য দানকারী, এবং তিনিই একমাত্র সৎ পথে পরিচালনাকরী। তাওবা কবুল করুন এবং আমাদের সৎ পথে পরিচালনা করুন। আমিন।